স্মরণিকা

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর

উদ্বোধন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

স্মরণিকা

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

শিল্পাচার্য লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর, স্মরণিকা
Shilpacharyya Zainul Folk Art & Crafts Museum, Souvenir

প্রধান সম্পাদক ঃ
বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

নির্বাহী সম্পাদক ঃ
সৈয়দ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

সহকারী সম্পাদক ঃ
মোঃ রবিউল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত গবেষণা অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ ঃ
জসিম উদ্দিন
প্রদর্শন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

ফটোগ্রাফী ঃ
সফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
পোঃ আমিনপুর
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
১৮ই অক্টোবর, ১৯৯৬

মুদ্রণ ঃ
এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস
৪৩/১০ সি, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৫৪৬১৩, ৯৫৫৫৯৩৭

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ আশ্বিন ১৪০৩
১২ অক্টোবর ১৯৯৬

বাণী

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি জাতির পরম সম্পদ। যে জাতি তার ঐতিহ্যের লালনে আন্তরিক নয়, সে জাতি তার সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে না।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মহান প্রচেষ্টা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক সোনারগাঁয় স্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে আজ ও আগামী দিনের প্রজন্মকে আমাদের লোক ও কারুশিল্পের যোগাযোগ ঘটিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্বাস করি, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আধার হিসেবে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আমাদের লোক ও কারুশিল্পের যথাযথ সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকবে। ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে সোনারগাঁয় গ্রামবাংলার এক অবিকৃত রূপ প্রতিভাত হবে বলে আমি আশা করি।

আমি এই শুভ উদ্যোগের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

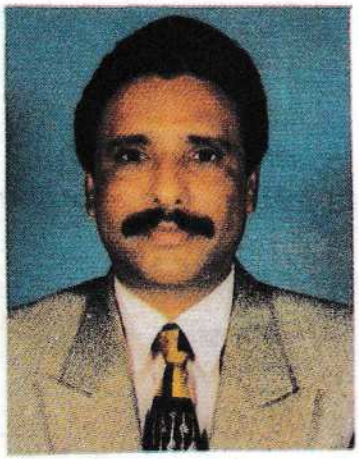

বাণী

বাংলার এক সময়ের রাজধানী লোক ঐতিহ্যের তীর্থভূমি ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে নবনির্মিত শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ভবনের উদ্বোধন ফাউন্ডেশনের লোক সংস্কৃতি বিস্তার কার্যক্রমে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ গ্রামীণ জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক লোক কারুশিল্পের ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর দেশের জনগণকে লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দান করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের লোকজ পরিবেশ সৃষ্টি, ঐতিহ্যময় লোক কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনে শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে অবিকল গ্রামীণ বাংলাদেশকে সোনারগাঁয়ে এক নজরে দেখার সুযোগ হবে।

আমি ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

২৪.১০.৯৮

(ওবায়দুল কাদের)
প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া এবং
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর। এই যাদুঘর উদ্বোধন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এদেশের শিল্পজগতের প্রবাদপুরুষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামে প্রতিষ্ঠিত এই লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লোকজীবনের নানামাত্রিক অভিব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বভাবজাত শিল্পকুশলতার পরিচয় মেলে বাংলার এইসব কারুশিল্পে। শিল্পাচার্য সারাজীবন স্বপ্ন দেখতেন এমন এক প্রতিষ্ঠানের, যেখানে গ্রামবাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির চলমান নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করা যাবে এবং লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় নিদর্শনসমূহ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। আশা করা যায়, লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর শিল্পাচার্যের সেই স্বপ্ন পূরণে বাস্তব ভূমিকা রাখবে।

এই যাদুঘরটি সোনারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রমের একটি অংশ। ফাউণ্ডেশনের অন্যান্য কর্মসূচি, যেমন স্থায়ী শিল্পগ্রাম, ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হলে দেশের লোক ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে। শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর আমাদের সামগ্রিক অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

এই উদ্যোগ সফল করার জন্যে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত, আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আনিসুল হক চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুটি কথা

আবহমান বাংলার গ্রাম ভিত্তিক লোক জীবন ধারা আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড থেকে উৎসারিত হয়েছে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির দিক নির্দেশনায় লোক সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হলো লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন। আর যাদুঘরই হলো সেই প্রদর্শনের স্থায়ী তীর্থমেলা। বস্তুত ঃ যাদুঘর হলো একটা দেশের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত যোগফল। একটা দেশের যাদুঘর থেকেই যে কোন পর্যটক, যে কোন গবেষক, যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষও অতি সাধারণ ও সূক্ষ্মভাবে ধারণা নিতে পারে দেশের প্রাচীন এবং বহমান সংস্কৃতির উপর। এই প্রেক্ষিতে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর যার মধ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যময় নকসী কাথাঁ, নানা বৈচিত্র্যের ঐতিহ্যময় জামদানী শাড়ী এবং প্রাচীন ও বর্তমান কাঠের কারুশিল্প যা বাংলার একান্ত ঐতিহ্যময় শিল্পকর্ম; সংস্কৃতি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিবে। তাই শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর শুধু স্বপ্নদ্রষ্টা জয়নুল আবেদিনকে শ্রদ্ধা জানাতেই প্রতিষ্ঠা তা নয়; এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোক ও কারুশিল্পের বিস্তারের লক্ষ্যে।

বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যশালী এবং হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দেশ। এদেশের অকৃত্রিম সংস্কৃতি জগত একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হাতিয়ার। বাংলাদেশের সংস্কৃতির লোকজ ধারাই হলো সেই গণমানুষের সংস্কৃতি। সুতরাং বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পই হলো আদি অকৃত্রিম লোকজ ধারা। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এ ধারা এবং এর বিস্তার অকৃত্রিম শক্তিশালী ভূমিকা নিতে পারে। আর যাদুঘরই হলো একটি দেশের হাজার বছরের লোকজ ধারা প্রর্দশনের উৎকৃষ্ট স্থান। সুতরাং শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর লোক সংস্কৃতির পরিচয়ে প্রত্যক্ষভাবে সুযোগ ঘটাবে, যা আমাদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সৈনিক হতে সাহায্য করবে এবং উন্নয়নেরও এক বিরাট শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম হবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা শিল্পার্চাযের স্বপ্ন থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় শিল্পাচার্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবো।

বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

সোনারগাঁও এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সোনারগাঁও বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যা বিধৌত, সোনারগাঁও বৌদ্ধ আমল থেকেই শুর, পাল এবং দেব প্রভৃতি রাজাদের রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। এবং সোনারগাঁও প্রাচীন বঙ্গে বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

আনুমানিক ১২৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে সোনারগাঁয়ে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের সময়ে সোনারগাঁও স্বাধীন সুলতানী আমলের বাংলার রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এর পর শামস-আল-দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) ইখতিয়ার-আল-দীন গাজী শাহ ১৩৪৯-৫৩), সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৯১) গিয়াস–উদ্দিন-আযম শাহ ১৪১০-১৪১১) আলা-আল-দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩–১৫১৯) প্রমুখ ইলিয়াস শাহী এবং হোসেন শাহী সুলতান-গণ বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও থেকে বারভূঁইয়া নেতা মসনদ-ই- আলা ঈসা খাঁর আমলে (১৫৬০) সোনারগাঁও বাংলার রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বিশেষ গুরুত্ব পায়। আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ঈশাখাঁ মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন সিদ্ধ পুরুষ মওলানা শরফ উদ্দীন তাওয়ামা। ইসলামী শিক্ষা সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ মওলানা তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে ইসলামী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ষোড়শ শতকে দিল্লীর শাসক শের শাহের প্রতিষ্ঠিত গ্রান্ড ট্রাংক রোড সিন্ধু থেকে সোনারগাঁয়ে শেষ হয়েছে।

শুধু প্রশাসনেই নয় ধর্ম, সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানেও প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল, প্রাচীন মাযার, মসজিদই তার প্রমাণ। মধ্যযুগে সমাজ তথা রাজনীতি, অর্থনীতিতে বিদেশী খ্যাতনামা বিভিন্ন পরিব্রাজক, ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, ফাহিয়েন এবং রালফিচ প্রমুখ পর্যটক-পরিব্রাজকগণ সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন।

সপ্তদশ শতকে মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁর সময়ে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পর সোনারগাঁয়ের সমুদয় গুরুত্ব লোপ পেতে শুরু করে।

সোনারগাঁয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন ঃ

(১) গোয়ালদী মসজিদ ১৫১৯ খৃঃ

(২) পানাম ব্রীজ ১৭ শতক

(৩) পাঁচপীরের মাযার, ১৭ শতক

(৪) সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্‌র মাযার, ১৪১০ খৃঃ

(৫) দমমদ (দূর্গ) ১৫ শতক

(৬) ইব্রাহিম দানিশ মান্দের মাযার

(৭) মানা শাহের মাযার।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার স্থান হিসেবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ঐতিহাসিক সোনারগাঁওকে বেছে নেন। সোনারগাঁও কেবল রাজনৈতিক কারণেই সুপরিচিত ছিলনা বরং এখানে উৎপন্ন প্রাচ্যের গৌরব বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র প্রাচীন কাল থেকেই মিশর, চীন, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো। এ ছাড়া সোনারগাঁও অঞ্চলের আদি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অলিপুরা এবং লাঙ্গল বন্ধে হতোপ্রচুর ঝিনুকের কাজ। সোনারগাঁয়ের তৈরী চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতীসহ বিভিন্ন গড়নের পুতুল রপ্তানী হতো সেকালে সারা ভারতে। এমন লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমির প্রেক্ষিতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁওকে লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বেছে নেন। এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম হাতে নেন।

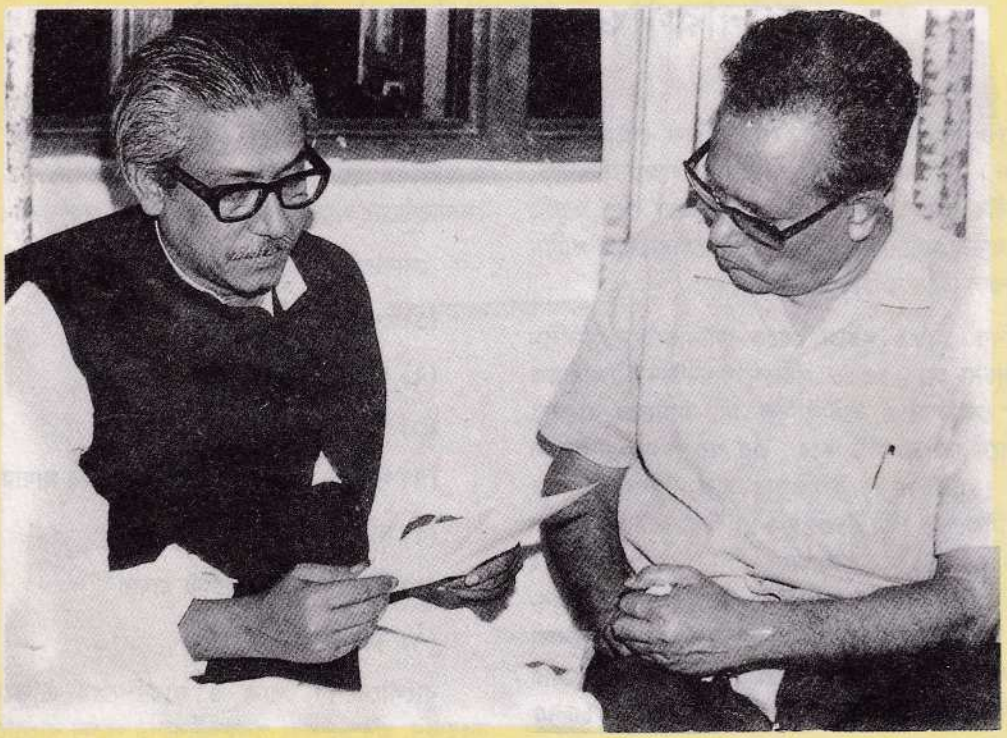

আলোচনারত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ফাউণ্ডেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, জানুয়ারি ১৯৭৪*

[ঐতিহ্যবাহী লোকও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন লোকশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর গভীর এবং আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় ১২ই মার্চ, ১৯৭৫ ইং সালে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।]

*ছবি ঃ সৌজন্যে সুবীর চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, চারুকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

জয়নুলের স্বপ্ন

ড ঃ আশরাফ সিদ্দিকী

নিজস্ব ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে এমন কিছু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা সমগ্র দেশবাসীকে ডাক দিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্য-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করে গেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত-দুর্ভিক্ষপীড়িত মুদ্রার মূল্য হ্রাসে স্থবির জাপানের অশীতিপর স্বপ্নদ্রষ্টা বৃদ্ধ কুনিওইয়ানাগীতা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র জাপানবাসীকে উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেছিলেন- হে জাপান! হে বিধ্বস্ত জাপান– তুমি ফিরে আসো তোমার আপন ঐতিহ্যের স্বর্ণ ভান্ডারে–আর যুদ্ধ নয়-সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয়-হস্তশিল্প-কারুশিল্প নিজস্ব উদ্ভাবনে আবার মুখর করো প্রতিটি গৃহ- নিজস্ব সঙ্গীত–উৎসব অনুষ্ঠান ও জীবনধারার প্রাণতোষিণী স্রোতে ফিরে আসো প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো–কথা নয়–কাজ–শুধু কাজ–হিংসা নয় মিলন–আমরা জাইদান হোজিন' (Zaidan Hojin) আবহমান ঐতিহ্যের সৈনিক...'।

একই ভাবে পরাধীন আয়ারল্যান্ডবাসীকে আইরিশ এক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সীন ও সুলিভাঁন (Sean O' Sullivain) ডাক দিয়েছিলেন ফিরে আসো–তোমরা তোমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে ফিরে আসো–তোমাদের প্রাচীন সাহিত্য–তোমাদের লোকঐতিহ্য–হস্তশিল্প প্রাচীন উৎসব–পল্লীমেলা–এমনকি প্রাচীনগৃহ ও তার সামগ্রী সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাও যার নাম হবে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ফলশ্রুতিতে আয়ারল্যান্ডের হাজার বছরের লৌকিক সম্পদে ভরে উঠলো নতুন প্রতিষ্ঠিত ফোকলোর আর্কাইভ এবং যাদুঘর। একই ইতিহাস ফিনল্যান্ডের–যাঁর পশ্চাতে ছিলেন মনীষী কার্লাক্রন (kaarle Krohn) এবং তাঁর উপযুক্ত পুত্র জুলিয়াস ক্রন (Julius Krohn), যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় ফিনল্যান্ডের পবিত্র ভূমি আজ বিশ্বলোকসংস্কৃতি প্রেমিকদের মক্কা-মদিনা। এমনই উদাহরণ আমেরিকা, জার্মান, ইটালী, চীন এবং স্বাধীনতাকামী বহুদেশেই দেখা গেছে [দ্রষ্টব্য,সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, প্রথম খন্ড, ১৯৯৫]।

আমাদের দেশেও বাঙালির আত্মবিস্মৃতির ভাব ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকেই ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই কেটে উঠেছিল বিংশ শতক থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে বাঙালি আবার ঘরের দিকে তাকালো। বাঙালির আত্মসম্মানবোধের এই প্রথম প্রভাতে অন্যান্য বহু স্বজাত্যবোধক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৩০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' এবং প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল বহু আলোচিত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া'। রবীন্দ্রনাথ নিজে এসব সংগ্রহ করেছিলেন, কাজেই যাকে বলা হয় 'ফিল্ড ওয়ার্ক' সে সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এরপর অজস্র সংগ্রাহকের রচনাসম্ভারে পূর্ণ হতে থাকে লোক সাহিত্যের ভান্ডার। এরপরেই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩) ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (১৯২৬-১৯৩২) ইংরেজি অনুবাদসহ বিশ্বে অপূর্ব সাড়া জাগালো (নব সং, ঢাকা, ১৯৯৫) এরপর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পল্লী কবি জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রায় অর্ধ শতাধিক আলোচক ও সংগ্রাহকের বদৌলতে তার দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল [দ্রষ্টব্য, সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ১৯৯৪]। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন লোকমেলা ও উৎসবে মুখরিত হতে থাকলো {দ্রষ্টব্য,ঐ}

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী। কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হইয়া বৃহৎ, সেদিন সমস্ত মানুষের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ...'

রবীন্দ্রনাথের এই অমর বাণীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যেন ছিল জয়নুলের সাধনা–তিনি চেয়েছিলেন আমাদের আবহমান মেলা ঐতিহ্য ও উৎসবের যে ব্যবহারিক দিকগুলি (ফাংশনাল) তা-যে সব হারিয়ে যাচ্ছে–কাজেই একটি 'মিনি বাংলাদেশের' মধ্যে এ সব কিছুকে প্রাণ দিতে হবে, বাঙালিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, পরের নয় ঘরের দিকে- লালনের ভাষায়; 'আপন ঘরে বোঝাই সোনা/পরে করে লেনাদেনা/ আমি হলাম জন্মকানা না পাই দেখিতে।'

না তেমন বড় দর্শন নয়- অহেতুক আড়ম্বর নয়- যা আছে তাকেই তুলে ধরতে হবে- বাকি কাজ লোকবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদদের– সমাজবিজ্ঞানীদের- ঐতিহাসিকদের।

এই শতাব্দীর এক শিল্পী জয়নুল আবেদিনেরও তো তাই ছিল স্বপ্ন। ১৯৭৫-এ নিতান্ত সাধারণভাবেই পানাম নগরীর একটি

পুরাতন বাড়ীতে এই ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে যা পোদ্দার বাড়ীর দ্বিতল ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এখন পোদ্দার বাড়ীর পূর্ব দিকে হয়েছে সুরম্য প্রশাসনিক ভবন, গ্রন্থাগার, আরও বহু দরদালান,স্থায়ী মঞ্চ, পিঠে ঘর যা মহান শিল্পী জয়নুল দেখে যেতে পারেন নাই। সেই সময়েই জেলা গেজেটিয়ারের তথ্য সংগ্রহের কাজে শিল্পী জয়নুল এবং কামরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে শীতলক্ষ্যার খেয়া পাড়ি দিয়ে এবড়ো-থেবড়ো মাটির রাস্তা দিয়ে একবার এসেছিলাম মনে পড়ে। জয়নুল বলেছিলেন তাঁর স্বপ্নের কথা-এখানে কারুপল্লী হবে-দেশীয় তাঁতীগণ উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুনবে তাঁতের কাপড়, জামদানী, মসলিন ইত্যাদি, হস্তশিল্পের জন্য হবে উন্নত প্রশিক্ষণ, বাঁশ ও মাটির তৈরি নানা শিল্পে আসবে নতুন নতুন মটিফ– যা হচ্ছে আজ জাপানে, চীনে এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশগুলিতে, দেশের শিল্পীগণ এখানে লেকের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আঁকবেন ছবি-নতুন যুগের ছাত্র-ছাত্রীগণ পাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, আসবেন বিদেশী শিল্পীগণও থাকবেন কিছুদিন–দেবেন এবং নেবেনও, হবে শিল্পীদের জন্য মাটির ঘর, পুরাতন জোর বাংলা ঘর, দেশ হবে ক্রমে ক্রমে স্বনির্ভর- এরই সঙ্গে আসবে দেশাত্মবোধ। তারা বীর ইশা খাঁর কথা ভাববে, স্বাধীনতার স্বপ্নে হবে উজ্জীবিত। গ্রাম-বাংলার চিত্র, তার গরুর গাড়ী, তার ঘোড়দৌড়, তার ঘুড়ি উড়ানো, তার আবহমান মেলা, পুকুর ঘাটে কলসী কাঁখে পল্লীবধু, গ্রাম-বাংলার খেলাধুলা, চাষীদের জীবন, রূপকথা, জারী-সারির মনমাতানো আসর, ঢেঁকিতে ধানভানা, পল্লী মায়ের পিঠা তৈরী, নকসী কাঁথার শিল্প, গ্রামীণ বিবাহ, গ্রাম্য শালিস, বিবাহ উৎসব, পালকীতে চড়ে নববধুর শ্বশুর গৃহে যাত্রা-সব একটি সোনার গাঁয়ে থাকবে– ৬৮ হাজার গ্রাম রূপ ধরে আসবে -এটি হবে একটি ছোট্ট বাংলাদেশ (Mini Bangladesh) যা আছে ইটালী, ফিনল্যান্ড, জার্মানী এবং জাপানেও তাঁদের দেশের ঐতিহ্য বহন করে। শিল্পী জয়নুলের স্বপ্ন আজ হয়তো সফল হতে চলেছে-তাঁর আত্মা হয়তো আজ এখানে যাদুঘরে, কারুপল্লীতে, বৃক্ষপত্রে, ফেষ্টুনে, উৎসবে অনুষ্ঠানের মধ্যে তৃপ্তি লাভ করছে।

আবহমান গ্রাম বাংলার পরিবেশ, চারু ও কারুশিল্পের নিখুঁত পরিবেশ এখানেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরে জাপান, ফিনল্যান্ড এবং আমেরিকার 'ন্যাচারাল হিষ্টরী মিউজিয়াম' গুলির মত গড়ে উঠতে পারে, প্রয়োজনে বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতাও পাওয়া যাবে- এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সোনারগাঁ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সীমিত অর্থ সম্পদ নিয়েও খুবই চিন্তাভাবনা করছে। কেউ হয়তো চিরদিন থাকবেন না কিন্তু থাকবে এই ফাউন্ডেশন, তাঁদের স্মৃতিগাথা হয়ে তার সঙ্গে এক গ্রামমুখী শিল্পীর স্মৃতি-যাঁর নাম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত শতধা বিভক্ত আমেরিকাবাসীকে ডাক দিয়ে এক ওয়াল্ডো এমারসন বলেছিলেন, ঐক্য, সমতা, গণতন্ত্র, স্বনির্ভরতা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে অগ্রসর হও আর দ্বন্দ্ব নয়, আর যুদ্ধ নয়-স্বনির্ভরতা এদেশ তোমাদের . . . '।

সেই মহান দার্শনিক ভবিষ্যৎদ্রষ্টাকে বুঝতে খোদ আমেরিকাবাসীরই পঞ্চাশ বৎসর লেগেছিল-জয়নুলের মহান স্বপ্নকে অনুধাবন করতে আমাদের আর কতদিন লাগবে?

লোকশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অবিচ্ছেদ্য

শফিকুল আমীন

আমার জানামতে সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘর সম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যায়ের ঘটনাবলী।

১৯৫৭ সনে জাপান, আমেরিকা, মেক্সিকো, জার্মানী, হলান্ড, প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে আসার পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই আলাপ হত-

লোক শিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম কিভাবে গড়া যায়।

বিদেশ থাকাকালীন রকফেলার, ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি মিশনগুলি হয়তো প্রেরণা দিয়ে থাকবে-অর্থ সাহায্যসহ। এভাবেই আলাপ করতেন। সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে একটা নীল নকসা তৈরী করা হল এবং ১৯৫৮ সালে যেদিন পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবের চিঠি জিপিওতে পোষ্ট করা হলো সেদিন রাত্রিতেই আইয়ুব খান মার্শাল 'ল জারী করলেন। সুতরাং তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে আলাপ না করা ভাল। কয়েকবার করাচী খোঁজ নিয়েও কোন রকম হদিস পাওয়া যায় নাই।

এরপর কয়েক বছর কেটে গেল। দেশ স্বাধীন হল। জয়নুল সাহেব থেমে নাই। জয়নুল সাহেব রিটায়ার করেছেন ১৯৬৭ নভেম্বরে, আমি ১৯৬৮ সনে ৩রা জুলাই।

জয়নুল সাহেব তাঁর আরও যারা সঙ্গী ছিলেন একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পন্ডিত জনাব তোফায়েল আহম্মদ, করটিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল (অবসর প্রাপ্ত) আরও কয়েকজন ছিল তাদের সকলের নাম মনে নাই। খোঁজ করলে পাওয়া যাবে।

প্লান ইত্যাদি ঠিকঠাক। ইতিমধ্যে ডঃ এনামুল হক (ঢাকা যাদুঘর প্রসিদ্ধ) সমস্ত দেখে শুনে বলেন এমনি হবে না। চলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধু সব কথা শুনে এবং বিশেষ করে জয়নুল সাহেবের কথাবার্তায় প্রায় ঐদিনই যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। সহজে তো সব হয় না। সব জিনিসেরই নিয়ম আছে। কমিটি গঠন করা হল। ইউসুফ সাহেব শ্রম, সমাজকল্যাণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মরহুম প্রফেসর নাজমুল করিম সাহেবও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১ম মিটিং সোনারগাঁও এর জামান সাহেবের বাসায় হয়। তথায় প্রাথমিক আলোচনা হয়। ৩০০ বিঘা জমি আপাততঃ ১৫০ বিঘা জমি নিয়ে যাদুঘর ও কর্মশালা ইত্যাদি আরম্ভ হবে। পরে ধীরে ধীরে কাজকর্ম দ্বারা সব কিছু ঠিককরা যাবে।

এই ১৫০ বিঘা জমি বেশির ভাগই অন্যের দখলে প্রায় অন্যায় ভাবে। যা হউক কাজ শুরু হল জয়নুল সাহেবের শান্তিনগরের বাসায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এক কালীন জয়নুল সাহেবের নামে ২৫ হাজার টাকার চেক দিলেন।

বিভিন্ন প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে জানা যায় সোনারগাঁয়ে একটা লোকশিল্প যাদুঘর স্থাপিত হবে। প্রাচীন দেশীয় মূল্যবান এবং রক্ষণীয় বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করা হবে। বিনা মূল্যে অথবা মূল্য দিয়ে ঐ সকল জিনিস সংগ্রহ করা হবে। এটা অবশ্য গেজেটে প্রকাশ হয়।

আটটি প্রধান বিভাগ থাকবে।

১। বস্ত্র শিল্প

২। মৃৎশিল্প

৩। বাঁশ ও বেতের কাজ

৪। কাঠ ও কাঠ খোদাই

৫। শাঁখা ও ঝিনুকের কাজ

৬। রূপা ইত্যাদির কাজ

৭। হস্তনির্মিত কাগজ

৮। পাট ও পাট জাতীয় দ্রব্যের কাজ

উপরোক্ত বিষয়নিয়ে যথোপযুক্ত গবেষণা চলবে যাতে তৈরী জিনিস উন্নত হতে উন্নতর করা যায় বিদেশে রপ্তানী করা যায়। এগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। উপরোক্ত জিনিস গুলি তৈরী করে আমাদের দেশের বহুলোকেরা জীবিকা ধারণ করে। এবং প্রাচীন কাল হতেই যে সমস্ত দ্রব্যাদির দ্বারা তৈরী জিনিসগুলি দেশের সর্বত্রই ব্যবহার হচ্ছে। কিছু কিছু কাজ এখনও যাদুঘরে প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

গুণী শিল্পীরা কাজ করবে গবেষণা করবে। ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী ৩/৪ মাস- দরকার হলে আরো অধিক কাল ট্রেনিং নিবে (যার যার বিষয়ে) ট্রেনিং শেষে তারা নিজ দেশে ফিরে বা অন্য কোথাও তাদের শিল্প লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করবে।

গুণী কারিগরদের সোনারগাঁয়ে চাকুরী দেওয়া যাবে। এখনও আমাদের দেশ হতে প্রচুর হস্তশিল্প বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। দুঃখের বিষয় অধিকাংশই এদেশের মান অনুযায়ী নয়। এই মান রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। এগুলি সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্তব্য। আইন করে এ ব্যবস্থা করতে পারত। এই সকল জিনিস সর্বত্র ভাল ভাবে লক্ষ্য করে উন্নতির সর্ব প্রকার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য চাই সঠিক মানসিকতা, একাগ্রতা ও পরিশ্রম এবং তৈরী জিনিসের শ্রেষ্ঠতম মূল্যায়ন। আমাদের দেশে যারা এই সকল জিনিস তৈরী করে তাদেরকেও সচেতন হতে হবে। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকেও এগুতে হবে। তবে মোটিফ ঠিক থাকবে।

যে সকল কাজ সুন্দর ভাবে তৈরী করা হবে সেগুলি বিক্রি করার বন্দবস্তও থাকবে।

সোনারগাঁ হবে আসলে গবেষণা ও সংগ্রহ কেন্দ্র। এককালের রাজধানী ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিল্প কেন্দ্র। কোন মতেই খাটো করা যাবে না। এর পরেই হচ্ছে শিল্পগ্রাম।

একজন ভ্রমন যাত্রী সোনারগাঁয়ে গেলেই বাংলার বিভিন্ন স্থানের ভূ-প্রকৃতি মানুষের জীবনে কাজ কর্ম প্রভৃতি সবই করতে পারবে। যদি আমরা সবাই সচেতন হই তবে অসম্ভব কিছু নাই বলে আমার ধারণা। শুধু আমার নয় পন্ডিতদের ধারণা ও মতও তাই।

কাজ -কাজ- কাজ- কাজ ছাড়া কোন জাতি বা মানুষ বড় হয় নাই, হতেও পারে না।

ইসলামে আছে- প্রত্যেক কাজই ইবাদত। গীতায় আছে কষ্টই ধর্ম।

বাইবেলে আছে Work is to pray. কাজ ধর্মের সামিল।

আরও অনেক লেখা যেত আমার শরীর অসুস্থ থাকায় এখানেই শেষ করতে হল।

শফিকুল আমীন শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিনের সমসাময়িক কালের শিল্পী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রথম নির্বাহী পরিচালক। তিনি ফাউন্ডেশনের স্বপ্নদ্রস্টা জয়নুল আবেদিনের অত্যন্ত কাছের ছিলেন। প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর দিকদর্শন, বিশেষ করে লোকও কারুশিল্পের এবং কারুশিল্পীর উপর তাঁর চিন্তা ধারা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বক্তব্য এবং কথাগুলোই তিনি তার ছোট প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। শফিকুল আমীনের বয়স বর্তমানে ৮৫ বছর।

—সম্পাদক

শিল্পাচার্য ও বাংলার লোক শিল্প

বিশ্বনাথ সরকার
গবেষণা অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে অনেক প্রতিকূলতায় বিচিত্রতর ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্ত্বা ও স্বকীয়তায় টিকে আছে। অবহেলিত গ্রাম বাংলার নিরক্ষর শিল্পীদের হস্তশিল্প জনজীবনের নিত্যব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীতে ঐতিহ্যবাহী লোক শিল্পের আসল রূপ ফুটে উঠেছে। এই শিল্পই গ্রাম-বাংলার আনাচে কানাচে, অযত্নে-অবহেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্ভার বিলোপ হতে চলেছে, অথচ এই শিল্প সম্ভারই আমাদেরই দেশের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন প্রথমে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৫৬-৫৭ সালে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জাপান সফরে গিয়ে একটি সিরামিক শিল্পনগরী পরিদর্শন করেন। শিল্প নগরীটি ছিলো মহাসড়ক থেকে কিছুটা অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সকল দর্শনাথীদেরকে কর্মরত শিল্পীদের পোষাক পড়িয়ে দেয়া হচ্ছে দেখে, শিল্পাচার্যের কৌতুহল বেড়ে গেল। শিল্প নগরীর ভিতরে প্রবেশ করতেই শিল্পাচার্যকেও কর্মরত শিল্পীদের পোষাক পরিয়ে দেয়া হলো। উৎফুল্ল চিত্তে শিল্পাচার্য চারিদিকে তাকাচ্ছেন, শিল্পী ও দর্শনার্থী সকলের একই পোষাক, শুধু পার্থক্য দর্শণার্থীগণ পরিদর্শন করছেন আর শিল্পীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। আনন্দময় শৈল্পিক পরিবেশে শিল্পাচার্য সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখেন এবং কর্মরত শিল্পীদের সাথে একান্ত আপন মনে মত বিনিময় করেন। অতঃপর সফরের অভূতপূর্ব সাফল্য ও ধারণা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে ফিরেই শিল্পাচার্য লোক ও কারুশিল্পকে বিকশিত করার প্রয়াসে অধিক আগ্রহে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ শিল্পীদের অতি নিকটে গিয়ে এই বোধ-উপলব্ধি এবং অনুধাবন করেন। এই শিল্পকে রক্ষা না করলে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই ভাবনায় তিনি নিজে থেকেই ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য লোক শিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এই যাদুঘরে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের ব্যাপক প্রচার ও গবেষণা হবে এবং যাদুঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে কারুশিল্প গ্রাম (শিল্পীদের বসতি) এই লোকশিল্প যাদুঘর প্রসংগে শিল্পাচার্য বলেন "আমরা বাংগালীরা আমাদের গৌরবময় পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি। দেশী জিনিসের কদর আমরা ভুলে যেতে বসেছি। সত্য-সুন্দর মনের অভাবে বাংলাদেশে চলেছে রুচির দুর্ভিক্ষ। শতকরা কুড়ি ভাগ লোকের মতামত এবং উপলব্ধিকে ভয়ে অথবা ভয় পাওয়ার আনন্দে গ্রহণ করছে শতকরা আশিভাগ লোক। বহুদেশ ঘুরেও আমি বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র ও এদেশের মত অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোথাও দেখতে পাইনি। অথচ এই সুন্দরের উপলব্ধি আজ অনেকের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা শিল্পীর জাতি। বিদেশীরা লুটে নিয়ে গেছে আমাদের অতীতের স্মৃতি বারবার। আজও নিয়ে যাচ্ছে। নবাবগঞ্জের কাঁথার যে প্রতীকধর্মী নকশা ও মাছ-পাখি-হাতী-ফুল-লতা পাতার সমাবেশ রয়েছে ফ্রান্সের মিউজিয়ামে তা নিয়ে গবেষণা হয়। দেশের লোক হয়ে আমরা যা চিনি না বা জানি না বিদেশে গিয়ে এদেশ থেকে প্রাপ্ত সেসব সামগ্রীর সযত্ন সংগ্রহ দেখেছি বিভিন্ন যাদুঘরে। অনেক দেরী হয়ে গেছে এমনিতেই,আজ এখুনি পদক্ষেপ নিতে হবে সবাইকে। সরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁচাতে হবে আমাদের লোকশিল্পের নিপুণ কারিগরদের। স্থাপন করতে হবে লোক যাদুঘর।"

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পাচার্য ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পকে রক্ষাকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। এক পর্যায়ে জাতির পিতা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এ বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন। বংগবন্ধু শিল্পাচার্যকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন। ফলশ্রুতিতে শিল্পাচার্যের দিন-রাতের কঠোর পরিশ্রমে অবশেষে ১২ই মার্চ ১৯৭৫ সালে সরকার এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হয়।

উক্ত গেজেটে উল্লেখ করা হয় ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন এবং গ্রামীণ বর্তমান কারুশিল্পকে

উৎসাহ ও বাঁচানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ায় সরকার লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।

শ্রম,সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের স্মারক নং এফ-৭/-২/৭৫ তারিখ ৯-৪-১৯৭৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রস্তাবনায় ৫(১) ধারাতে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টিস (প্রযত্ন পরিষদ) গঠন করে।

১। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
চেয়ারম্যান

২। সচিব, শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৩। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৪। চেয়ারম্যান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৫। পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৬। অধ্যক্ষ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৭। জনাব শওকত আলী খান, সংসদ সদস্য
সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

৮। বেগম আজরা আলী, সংসদ সদস্য
সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

৯। ডঃ নাজমুল করিম, চেয়ারম্যান,
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

১০। মীর মোস্তফা আলী, অধ্যাপক, চারুকলা মহাবিদ্যালয়
সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

১১। জনাব এম এ জামান, সোনারগাঁও
সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)

১২। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ,
সচিব

শিল্পাচার্যের স্বপ্নের সোনারগাঁয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের বাংলার রাজধানী এবং এক কালের প্রসিদ্ধ মসলিন বস্ত্রসহ লোক ও কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত সোনারগাঁওকে ফাউন্ডেশনের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসাবে বেছে নেন। সুলতানী আমলে বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, সাধক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের স্মৃতি বিজড়িত নাম ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ সোনারগাঁও কেবল রাজনৈতিক কারণেই সুপরিচিত ছিলো না বরং এখানে তৈরী ঐতিহ্যবাহী মসলিন বস্ত্র, চীন, মিসর, সুমাত্রাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো। এ ছাড়াও সোনারগাঁয়ের তৈরী কাঠের ঘোড়া, হাতীসহ বিভিন্ন ধরনের পুতুল এবং সোনারগাঁও অঞ্চলের লাংগলবন্দের প্রচুর ঝিনুকের কাজ রপ্তানী হতো তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র। সোনারগাঁও সম্পর্কে শিল্পাচার্যের নিজের লেখা থেকে পাওয়া যায়-" বাংলার মানুষ গ্রামভিত্তিক, বাংলার মূল সংস্কৃতি গ্রাম কেন্দ্রিক, বাংলার সমাজ ঐশ্বর্য গ্রামের কৃষাণ,কুটির শিল্পী। ইদানিং বহু নগরকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে সত্য কিন্তু বাংলার মুখের আদল পাওয়া যায় কুটির শিল্পেই, বাংলার মসলিন, জামদানী, অলংকার কারুকার্য, এমনকি সাধারণ আসবাবপত্রেও বাংগালীর শিল্পী মনের পরিচয়। শুধু শিল্পগুলো মহান তাই নয়, একদা এইসব কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক মূল্য ছিল প্রচুর। ক্ষয়িষ্ণু হলেও এদের আর্থিক মূল্য রয়েছে। শৈল্পিক কারণে সৌন্দর্য বোধের প্রয়োজনে এবং গ্রাম বাংলার অসংখ্য মানুষের কর্ম সংস্থানের কামনায় এদেশের লোকজ শিল্পের গ্রাম (Folk Art Industrial Village) স্থাপনের প্রয়োজন প্রচন্ড। একটি সুন্দর শিল্পগ্রাম সুকুমার শিল্পকে, গ্রামীণ শিল্পকে লালন করবে। শাশ্বত সৌন্দর্য বোধকে এ যুগে সবার সামনে তুলে ধরতে পারবে। পর্যটককে আকর্ষণ করা ছাড়া তৈরী জিনিস বিক্রি করেও দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া ধ্বংসন্মুখ বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের রয়েছে। বাংলার লোক শিল্পকলার ঐতিহ্য যেমন মহান তেমনি বিভিন্নমুখী এবং নিঃসন্দেহে গৌরবের। আমাদের আকাঙ্খা এমন একটি গ্রাম স্থাপন করার যা শিল্পগ্রাম, সোনারগ্রাম হিসাবে আরো শত শত গ্রামের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হবে, এইটি যেমন সর্বরকম কুটির শিল্পের প্রাণ কেন্দ্র হবে তেমনি শিল্পকে উত্তরোত্তর উন্নতির সাথে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয় প্রেরণা যোগাতে এ গ্রাম সাহায্য করবে। এই গ্রামকে যথার্থই সোনারগাঁও বলব।"

শিল্পাচার্যের স্বপ্নের সোনারগাঁকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রযত্ন পরিষদের প্রথম সভা ১লা জুন ১৯৭৫ সালে প্রযত্ন পরিষদের সদস্য জনাব এম জামানের সোনারগাঁস্থ বাসভবনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে শ্রম, সমাজ কল্যাণ,সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলী উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ

১। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, চেয়ারম্যান

২। জনাব শওকত আলী খান, সদস্য

৩। বেগম আজরা আলী, সদস্য

৪। জনাব আ ক ম জাকারিয়া, সদস্য

৫। ডঃ এনামুল হক, সদস্য

৬। জনাব আমিনুল ইসলাম, সদস্য

৭। জনাব মীর মোস্তফা আলী, সদস্য

৮। জনাব এম এ জামান, সদস্য

৯। ডঃ এম এ সাত্তার, f(বিশেষ আমন্ত্রণ ক্রমে)

৯। জনাব তোফায়েল আহমেদ, f(বিশেষ আমন্ত্রণ ক্রমে)

উক্ত সভায় অনেকগুলো সিদ্ধান্ত থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ১

"লোকশিল্প সংগ্রহশালা ও কারুশিল্পপল্লীর জন্য নীতিগতভাবে তিনশত বিঘা জমি দখলের ব্যবস্থা রেখে আপাততঃ এক শত বিঘা জমি দখলের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।"

সিদ্ধান্ত ঃ ৫

"অস্থায়ী দফতর ও সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্য সোনারগাঁস্থ পানামনগরে দু'টি বাড়ী অধিগ্রহণ ও কাজের উপযোগী করে মেরামতের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়"।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানাম নগরে ২টি বাড়ী অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত ২টি বাড়ীর মধ্যে বড়টিতে অফিস ও প্রদর্শন গ্যালারীর জন্য অন্যটি ফাউণ্ডেশনের স্টাফ কোয়ার্টার উপযোগী করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করে গ্যালারীতে দর্শনার্থীদের প্রদর্শনের সুবিধার্থে রাখা হয়। শিল্পাচার্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্দার বাড়ীসহ ১৫০ বিঘা বা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্য বিভিন্ন দফতরে যোগাযোগ রক্ষা করেন শিল্পাচার্য নিজে, অনেক সময় হয়রানি হয়েছেন তবুও তিনি থেমে থাকেননি। একের পর এক বাধা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে শিল্পাচার্য অসুস্থ হয়ে পড়েন।

শিল্পাচার্যের অসুস্থাবস্থায় ২৮শে অক্টোবর ১৯৭৫ইং বিকেল ৫ ঘটিকার সময় ৭৩ নং শান্তিনগরস্থ বাসভবনে শিল্পাচার্যের সভাপতিত্বে প্রযত্ন পরিষদের ২য় জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ

১. জনাব জয়নুল আবেদিন
চেয়ারম্যান

২. জনাব এম এ জামান
সদস্য

৩. জনাব মীর মোস্তফা আলী
সদস্য

৪. জনাব সৈয়দ শফিকুল হোসেন
সদস্য

৫. জনাব আমিনুল ইসলাম
সদস্য

৬. ডঃ নাজমুল করিম
সদস্য

৭. ডঃ এনামুল হক
সদস্য

উক্ত সভায় অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বিশেষভাবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অসুস্থতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের প্রযত্ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ চালানোর বিষয়টি উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত - ১০

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অনুপস্থিতিতে ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য ডঃ নাজমুল করিম সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। ডঃ নাজমুল করিম শিল্পাচার্যের অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। শিল্পাচার্যের অসুস্থতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে একপর্যায়ে ১৯৭৬ সালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করেন। লণ্ডন পৌঁছার পর চিকিৎসকগণ শিল্পাচার্যের ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রোগের কিছুটা উন্নতি হলে তিনি পুনরায় স্বদেশে ফিরে আসেন। কিছুদিন যেতে না যেতে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠেননি। অবশেষে ১৯৭৬ ইং সনের ২৮শে মে, পিজি হাসপাতালে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। শিল্পাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজ সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সন্নিকটে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি জসীম উদ্দিনের সমাধির পার্শ্বে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

শিল্পাচার্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রযত্ন পরিষদের এক জরুরী সভা ২৬শে জুন, ১৯৭৬ বিকেলে ৫টায় ডঃ এ কে নাজমুল করিম সাহেবের বাসভবনে (৩২-

এ, বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার) অনুষ্ঠিত হয়। প্রযত্ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডঃ এ কে নাজমুল করিম সাহেব সভায় সভাপতিত্বকরেন।

উক্তসভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ

১। ডঃ এ কে নাজমুল করিম চেয়ারম্যান সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চেয়ারম্যান

২। জনাব কামরুল হাসান, চেয়ারম্যান বিসিকের পক্ষে
সদস্য

৩। ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর
সদস্য

৪। জনাব সৈয়দ শফিকুল হোসেন, অধ্যক্ষ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়
সদস্য

৫। জনাব মীর মোস্তফা আলী, প্রধান মৃৎ শিল্প বিভাগ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়
সদস্য

৬। বেগম আজরা আলী, প্রাক্তন সংসদ সদস্য
সদস্য

৭। জনাব শফিকুল আমীন-নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
সচিব

উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮। সিদ্ধান্ত-"খ"

"এই সভায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সাহেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের শিল্প জগতে শিল্পাচার্যের অবদান বিশেষ করে লোক শিল্পের সংরক্ষণ ও বাংলার ঐতিহ্যবাহী লুপ্ত গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি চরম বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত যে সংগ্রাম করে গেছেন, সে কথা সভায় কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করা হয়।" শিল্পাচার্যের স্মৃতিকে অমর করে রাখা ও শিল্পীর বিষয় হিসাবে তাঁর জীবন ধারা ও বিভিন্ন ঘটনাকে শিশু ও কিশোরদের পুস্তকে স্থান দেওয়ার জন্য স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডে অনুরোধ জানানোর জন্য সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবছর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বড় আকারের পোট্রেট এবং সোনারগাঁও সম্পর্কে শিল্পাচার্যের নিজের লেখার কিছু অংশ বাঁধাই করা বোর্ডে সুন্দর করে লিখে রাখা হয়েছে আগত অতিথিদের দেখার সুবিধার জন্য। অন্যদিকে শিশুকিশোরদের পুস্তকে ও সোনারগাঁয়ে শিল্পাচার্যের লোকশিল্প যাদুঘর সম্পর্কিত লেখা রয়েছে।

শিল্পাচার্য আমাদের মাঝে আজ নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে রেখে গেছেন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। দেশী-বিদেশী দর্শনার্থীগণ প্রবেশ করতেই প্রথমে দেখতে পায় শিল্পকর্মের এক নিদর্শন, কাদায়পড়া গরুগাড়ী (সংগ্রাম)। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রাক্তন প্রদর্শন অফিসার জনাব এম, এ, কাইউম উক্ত শিল্পকর্মটিকে ভাস্কর্যে রূপ দান করেন। (এই শিল্প কর্মটি মেসোনাইট বোর্ডে টেম্পারা এবং তৈল রং ১৫৫×৬২৭ সেঃ মিঃ ১৯৫৯ ইং বর্তমানে শিল্পাচার্যের নিজস্ব সংগ্রহশালা ময়মনসিংহে রয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় পানাম নগরে অধিগ্রহণকৃত বাড়ীতে লোকশিল্প যাদুঘর দর্শনার্থীদের প্রদর্শনের জন্য খোলা রাখা হয়। দেশী-বিদেশী দর্শনার্থীর উপস্থিতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পানাম লোকশিল্প যাদুঘর ১৯৮১ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলো। তারপর লোকশিল্প যাদুঘর পানাম' নগর থেকে সর্দার বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়, সর্দার বাড়ীকে সংস্কার করে প্রদর্শন গ্যালারী উপযোগী করে তোলা হয়। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রকল্পটি ১৯৮১ সালে অধিগ্রহণকৃত সর্দার বাড়ী সহ ১৫০ বিঘা জমির উপর পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ হতে থাকে। প্রতিদিন অসংখ্য দেশী-বিদেশী দর্শক লোক শিল্প যাদুঘর, কারুপল্লী এবং ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে মুগ্ধ হন। বর্তমান সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পাচার্যের স্বপ্নের সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন অচিরেই বাস্তবে পূর্ণাংগরূপ নিতেযাচ্ছে।

(লেখক বর্তমানে ভারত সরকারের বৃত্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ, ডি কোর্সে গবেষণারত)

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর

সৈয়দ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

যাদুঘরের একটি সাধারণ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক সচেতনতার বস্তুগত রূপের সংরক্ষণ ও প্রজন্ম পরম্পরায়ের কাছে এর ব্যাখ্যার জন্য প্রদর্শনের আয়োজন করা। এর মূলে রয়েছে মানুষের অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু মনোভাব এবং কোন কিছু অর্জনের প্রবণতা।

ইউরোপের দেশসমূহের যাদুঘর প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতার আলোকে এশিয়া ও আফ্রিকায় যাদুঘর প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল। ভারতে দেশীয় বিদ্যুৎসাহী, উচ্চবিত্তের শিক্ষিত অনুসন্ধিৎসু সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সংগৃহীত সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি দিয়ে কোলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ সালে। এবং ঢাকার বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিগণের উৎসাহে, পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা যাদুঘর ১৯১৩ সালে এবং রাজশাহীতে স্থানীয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে। এসব যাদুঘর ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরের অনুসৃত ধারায় কার্যক্রম শুরু করেছিল। এসব যাদুঘরের প্রধান আকর্ষণই ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, প্রাচীন শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এ ছাড়া অপ্রধান শিল্পকলা-ডেকোরেটিভ আর্টের নিদর্শনসমূহের প্রদর্শন। এসব যাদুঘরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ইউরোপের যাদুঘরের বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি করা, শিক্ষার প্রত্যক্ষ উপকরণ ও পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশের মানের উত্তরণের উপায় হিসেবে এবং নাগরিকের গৌরব বা জাতীয় চেতনার বিকাশে যাদুঘরের ব্যবহার।

শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব ইউরোপে ঐতিহ্যগত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের লোক ও কারুশিল্পের দ্রুত মর্যাদাহানী, অধোপতনের কারণ বলে বিবেচিত হয়। শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে শিল্পউন্নত দেশগুলোর আবহমান সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য-লোক সংস্কৃতি তখন থেকে নানা পর্যায়ে হুমকি, ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল দ্রুত আধুনিকতার বিস্তার। ফলে শিল্পায়ন, নগরায়নে ইউরোপে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসংগে ইউরোপের দেশগুলোতে জনজীবনে নানা পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্যণীয়, যেমন সাধারণ মানুষ যারা বহুপুরুষ ধরে একই স্থানে-গ্রামে বা গ্রামের একই অঞ্চলে বসবাস করে আসছিল তারা তাদের আবাস স্থান, অঞ্চল, গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র বসবাসের জন্য চলে যেতে শুরু করল। তাদের পিতৃপুরুষের আবাসস্থল ত্যাগের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য থেকে তাদের দূরত্ব বেড়ে গেল, ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাওয়ার পরিবেশে পতিত হল, গ্রাম থেকে তাদের স্থান হলো শহরে ও নগরে। নগর তাদের ঐতিহ্যের পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এবং এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই ইউরোপের ফোকলোরিষ্ট, জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ গ্রামীন লোক সংস্কৃতি, লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্প সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে যতদূর সম্ভব নিদর্শন সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এবং লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির প্রকাশ হিসেবে ইউরোপে সর্বপ্রথম ওপেন এয়ার যাদুঘর বা উন্মুক্ত গ্রামীন পরিবেশে লোক সংস্কৃতি যাদুঘর শুরু হয়। মূলতঃ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগকারী ইউরোপের দেশগুলোতে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই লোক সংস্কৃতি প্রীতির সূচনা হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।

যেহেতু ইউরোপের এ সময়ে তাদের লোকসমাজ, গ্রাম, গ্রামের বৈশিষ্ট্য, গ্রামের শিল্পকলা, গ্রামের মানুষের জীবনধারা দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের ধারায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শিল্পসমাজ, শিল্পনগরী, বণিক সমাজ, বণিক নগরীর দিকে রূপান্তরিত হচ্ছিল সেহেতু এশিয়া, আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশসমূহের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্যের লোকশিল্প, কারুশিল্প, ট্রাডিশনাল জীবনধারা, গ্রামীন স্থাপত্য সবকিছুই ইউরোপের ফোকলোরিস্ট ও জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতেই ইউরোপে বহু জাতিতত্ত্ব ধারার যাদুঘর প্রতিষ্ঠা হলো।

ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটে সাধারণ ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রচলিত সাধারণ যাদুঘরের পাশাপাশি জাতিতত্ত্ব পর্যায়ের উন্মুক্ত যাদুঘর (Open Air Museum), লোক ঐতিহ্য যাদুঘর, লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্প যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা ইউরোপে

অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এ সময় ইউরোপে যারা উল্লিখিত ধরণের উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিল তারা গ্রামের মানুষের জীবনধারায় সকল লুপ্তপ্রায় অবশিষ্ট উপাদান, উপকরণগুলোকে এবং এমন কি গ্রামীন জীবনের অবিকল অমলিন প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিবেশের চিত্রসমূহ সংগ্রহ, জোগাড় করেছিল। শিল্পবিপ্লবপূর্বকালের ইউরোপের গ্রামীন লোকজ মানুষের সংস্কৃতির–লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন এই লক্ষ্যেই উত্তরপুরুষ, প্রজন্মের জন্য এহেন সংরক্ষণ। ইউরোপে এ ধরণের প্রথম উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে নরওয়ের রাজধানী ওসলোর নিকট বাইগডে।

ঔপনিবেশিক শাসকদেশসমূহ তাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলোর সংস্কৃতিকে দেশীয়, আঞ্চলিক, ভার্নাকুলার কালচার, উপজাতীয় সংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি এসব নামে অভিহিত করতে চাইলেও তারা উপনিবেশগুলোর লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের নিজ দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সচেতন ছিলেন। এবং এই প্রেক্ষিতে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী, জাতিতত্ত্ব গবেষকগণ এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য, তত্ত্ব সংগ্রহ সর্বপরি লোক সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শনাদি সংগ্রহ করে নিজ দেশে প্রেরণ এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য রাখা উপনিবেশসমূহের সাংস্কৃতিক নিদর্শন এইসব তার প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কিত আরো তথ্য প্রমাণ মেলে যে, ব্রিটেনে ১৮৫১ এবং প্যারিসে ১৮৬৭, এবং ১৮৭৮ সালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের উপনিবেশসমূহের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য–লোক ও কারুশিল্পের, লোকজীবনের উপকরণের বিশ্বমেলার আয়োজন করে। এসব প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর সাধারণ লোক সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন দিয়েই ব্রিটেনে ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম ও ফ্রান্সের মিউজিয়ামগুলো সমৃদ্ধ হয়। বিশেষ করে ১৮৬৭ সালে প্যারিসে আয়োজিত বিশ্বপ্রদর্শনী আয়োজনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক নিদর্শন প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাতীয় চরিত্রকে তুলে ধরা। এই প্রেক্ষিতে ইউরোপে বহু জাতিতত্ত্ব যাদুঘর স্থাপিত হল। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য–লোক ও কারুশিল্পকে জনগণের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে অভিহিত করল। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে জনগণের সংস্কৃতি, শিল্পকলা—লোকসংস্কৃতির, জাতিতত্ত্ব যাদুঘর, পরিবেশ যাদুঘর গ্রামীণ যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হলো। সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক দর্শনের ভিত্তিতে এসব জাতিতত্ত্ব যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে ঐতিহ্যের গ্রাম, গ্রামের শিল্পকলা, লোকশিল্প এবং কারুশিল্পের অবলুপ্তি, অবনতি অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের শক্তিশালী লোকজ ঐতিহ্য, জাতীয় ঐতিহ্য, লোক ও কারুশিল্পের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য, ও বৈচিত্র ইউরোপকে জাতিতত্ত্ব এই ভিন্ন ধরণের, ভিন্ন শ্রেণীর অপ্রচলিত ধারার ওপেন এয়ার যাদুঘর অর্থাৎ গ্রামীন জীবন ও পরিবেশকেন্দ্রিক উন্মুক্ত যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এভাবেই ইউরোপে গ্রামীণ লোকশিল্প, কারুশিল্পের ধারার ক্রমপ্রবাহকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলল। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ইউরোপে একশ বছরের বেশী পূর্বেই জাতিতত্ত্ব যাদুঘর স্থাপন শুরু হয়েছিল। জাতিতত্ত্ব যাদুঘর স্থাপন করতে গিয়ে নানা বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচন, নানা ধারার প্রকাশ বা মাইক্রো চিন্তা চেতনার ফসল হিসেবে ইউরোপে বিশ্বের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের এবং ইউরোপের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জাতিতত্ত্ব যাদুঘর প্রতিষ্ঠার এক পর্যায়ে বৈচিত্র আনতে এ ধারায় যেসব নতুন নামের যাদুঘর সৃষ্টি হল তা হচ্ছে, লোক যাদুঘর, ফোকলোর যাদুঘর, গ্রামীণ যাদুঘর, গ্রামীণজীবন যাদুঘর, লোকশিল্প যাদুঘর, কারুশিল্প, হস্তশিল্প যাদুঘর। এসব যাদুঘরের একটা অভিন্ন লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ ধরণের যাদুঘরগুলো একটি সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অঞ্চল ও জাতিভিত্তিক লোকজ জীবনকে নিয়ে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ইতিহাস, ঐতিহ্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, কোন কোন ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের কাজে নিয়োজিত হয়।

তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিল কেবল তখনই এসব মহাদেশের সদ্য স্বাধীন দেশসমূহে সত্যিকার অর্থে অর্থপূর্ণভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যাদুঘর বিশেষ করে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর, উন্মুক্ত যাদুঘর, লোক যাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর সাধারণ নাগরিকের আশা আকাংখার প্রতিফলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ দেশের, জাতির, সমাজের সাংস্কৃতিক সচেতনতা রুপলাভ করে, বিকশিত হয়, স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার, মুক্তির প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ নিশ্চিত করে।

ইউরোপ থেকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে এশিয়া আফ্রিকার স্বাধীন দেশসমূহে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর স্থাপিত হলো। পৃষ্ঠপোষক হলো জনগণ, রাষ্ট্র, সরকার। জনগণের সাংস্কৃতিক মুক্তির, আকাংখার প্রতিফলন ঘটল এসব জাতিবিষয়ক লোক যাদুঘর প্রতিষ্ঠায়। যেমন আফ্রিকার নাইজারের জাতীয় যাদুঘর। এই যাদুঘরটি জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর পরিবেশ, প্রতিবেশ কেন্দ্রিক উন্মুক্ত লোক যাদুঘর।

বাংলাদেশেও ১৯৭১ এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধশেষে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের গৌরবে বলীয়ান প্রতিটি স্বাধীন বাঙ্গালীর চেতনায় আবহমান বাংলার লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—লোক ও কারুশিল্পের স্বরূপ সন্ধানের বিষয়টি সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রকাশ হিসেবে অগ্রাধিকার পায়। এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মুক্তির প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ার প্রেক্ষিতেই আবহমান বাংলাদেশের লোকজীবনের, লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—

লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষার লক্ষ্যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের স্বাধীন বাংলার রাজধানী এবং মসলিন ও জামদানী বস্ত্র খ্যাত ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

ফাউন্ডেশন বাঙ্গালী সংস্কৃতির ক্ষেত্র গ্রামের লোকজীবনের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ১৫০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সকে খোলা আকাশের নীচে বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশে গ্রামীণ রূপকেন্দ্রিক এদেশের সাধারণ মানুষের শৈল্পিক কর্মকান্ডের পরিচয়কে তুলে ধরতে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর শ্রেণীর উন্মুক্ত যাদুঘর গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়। এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর উন্মুক্ত পরিবেশে ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে প্রায় একশ বছরের পুরানো সরদার বাড়ীতে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর গড়ে তোলে ১৯৮১ সালে, এবং এদেশে যাদুঘরের ইতিহাসে ফাউন্ডেশনের উন্মুক্ত লোক যাদুঘর–লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ মানুষের অর্থাৎ গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় বস্তু, জিনিস–বস্তুসংস্কৃতি, লোক ও কারুশিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও জাতীয় ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীজাতির জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ে এর অনিবার্য ভূমিকাকে তুলে ধরতে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার আলোকেই ফাউন্ডেশন ১৫০ বিঘা আয়তনের কর্মসূচী হাতে নেয়। কর্মসূচী অনুযায়ী গ্রামীণ লোকজ পরিবেশে এদেশের ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের, কারুশিল্পীদের দক্ষতা ও কৌশল, উৎপাদন ও অলংকরণ প্রক্রিয়াকে কর্মরত কারুশিল্পীদের কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎপাদন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামীণ স্থাপত্যের প্রতিস্থাপন করে শিল্পগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং এই শিল্পগ্রামসহ বাংলার গ্রামীণ পরিবেশেই উন্মুক্ত লোক যাদুঘর—লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর সব কিছু মিলিয়ে একটি "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" সৃষ্টি করা হয়েছে। এভাবেই একশ পঞ্চাশ বিঘা ভূখন্ডে "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" পরিবেশে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর। এখানে বাংলার প্রকৃত প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সূচক গ্রাম, নদী নালা, পুকুর, আকাবাঁকা সরু পায়ে চলার পথ, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ গাছপালা, গ্রামীণ ঘরবাড়ী, খালে নৌকার সারি এই পরিবেশেই এখন এই পর্যায়ে নবনির্মিত শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। জাতিতত্ত্ব যাদুঘর ধারার "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" উন্মুক্ত যাদুঘরে বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে শিল্পগ্রামের পাশাপাশি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোক ও কারুশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে ধারণ করেছে।

ফাউন্ডেশনের এই "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" পরিবেশ, শিল্পগ্রাম ও শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর স্থাপনে অবকাঠামো নির্মাণে জাতিতত্ত্ব যাদুঘর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত উন্মুক্ত যাদুঘর বা Open Air Museum পদ্ধতির প্রদর্শন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে দর্শকদের প্রায়ই উপলব্ধি হয় যে ফাউন্ডেশনের এই "ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" আয়োজন কেবল দেশের অগণিত গ্রামের সাধারণ মানুষকে, মানুষের শিল্পকলা—লোক ও কারুশিল্প নিয়ে নয় বরং তাদের জন্যও বটে।

ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরে যেসব লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা তা একান্ত স্বদেশীয়। এতে স্বদেশীয় মানুষের জীবনধারা, স্বদেশী মানুষের বস্তু সংস্কৃতি—লোক ও কারুশিল্পের নানা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ, লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম মূলতঃ স্বদেশ, স্বদেশী মানুষ, গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনে যত্নবান হয়ে থাকে। লোক ও কারুশিল্প সাংস্কৃতিক। জীবনের জীবনধারার মতই সচল। স্থানিক, ও কালিক ব্যবধানে আর্থ–সামাজিক–সাংস্কৃতিক কারণে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ, পরিব্যাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতি যেমন সূক্ষ্ম রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় প্রবহমান থাকে। তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বস্তু সংস্কৃতি–লোক ও কারুশিল্প রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবহমান, সচল।

লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম রূপান্তরের প্রবহমান ধারার স্থানিক ও কালিক ব্যবধানের রূপকে সনাক্ত, তুলে ধরার জন্য ফাউন্ডেশন কর্মধারায় উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। লোকশিল্প যাদুঘরে লোক ও কারুশিল্পের মূল্যবান নিদর্শনের ক্রমপুঞ্জিত রূপান্তরের পুরোনো ঐতিহ্যের ও বর্তমান চলমান ধারার প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে আবহমান বাংলার গ্রামীণ স্থাপত্যের পরিবেশে শিল্পগ্রামে লোক ও কারুশিল্পের তৈরী শিল্পীর দক্ষতা ও কৌশলের প্রবহমান, চলমান ব্যবহারিক ধারাকে দর্শকদের চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এই ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশেই নবনির্মিত শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ফাউন্ডেশনের কর্মসুচীতে নতুন সংযোজন। নয় হাজার বর্গফুট আয়তনের দ্বিতল ভবনের এই শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরে লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক ধারা, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের স্থানিক ও কালিক রূপের, গড়নের, নকশার বৈচিত্র্যকে প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এধরণের বাঙ্গালী জাতির জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রময় লোক ও কারুশিল্পের ধারাবাহিক রূপের প্রদর্শন শিল্পাচার্য লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরকে দেশের অন্যান্য সাধারণ যাদুঘরের মধ্যে অনন্য, দৃষ্টান্তমূলক জাতিতত্ত্ব পর্যায়ের যাদুঘরে পরিণত করেছে।

বাঙ্গালীর লোকজীবনের প্রতিদিনের গ্রামীণ জীবনধারার ডিয়োরামা বা সর্বকোন থেকে দর্শনসাধ্য ভাবে স্থাপিত লোক পরিবেশ

সৃষ্টি করা হয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল লোকও কারুশিল্প যাদুঘরের গ্যালারীতে। এই পরিবেশে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে লোকালয়ে আনা, কারুশিল্পী কর্তৃক কাঠের কারুশিল্প তৈরী, এবং তৈরী কারুশিল্প হাটে, বাজারে, মেলায় বিক্রির ব্যবস্থা স্থির ডিয়োরামার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পরিবেশ দর্শকদের নিজ দেশের পরিবেশের চিত্র ও কাঠের কারুশিল্পের সৃষ্টিতে গ্রামীণ লোকজীবন কিভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করেছে তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ লোক জীবনধারায় যেসব কাঠের ব্যবহার আবহমান কাল থেকে হয়ে আসছে তার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনের, ধর্মীয় ও শিশুতোষ সকল ধরণের কাঠের কারুশিল্প তা পুরানো ঐতিহ্যর ধারা ও বর্তমান ধারাকে পাশাপাশি প্রদর্শন করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনীর মধ্যে পুরানো ঐতিহ্যের লোকশিল্পের মধ্যে রয়েছে নকশী কাজ করা কাঠের বেড়া, রথের জোড়া ঘোড়া, বিয়ের নকশী পিড়ি, কাঠের চামুচ, কাঠের চিত্রিত ঘোড়া, হাতী, পুতুল, রথের পৌরানিক প্যানেল। আধুনিক বর্তমান ধারার কাঠের কারুশিল্পের মধ্যে রয়েছে কাঠের নানা ধরণের বাটি, ও বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্রময় গড়নের পাত্র।

শিল্পাচার্য লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় প্রথম তলার ন্যায় স্থির ডিয়োরামায় উপস্থাপিত পরিবেশে এখানে বস্ত্র জাত কারুশিল্পের প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছে। বস্ত্র জাত কারুশিল্পের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান তুলা। বাংলায় প্রাচীন কালে উৎকৃষ্ট মানের কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো। সেই তুলা দিয়েই বস্ত্র তৈরী করত তাঁতীরা, মেয়েরা পুরানো কাপড় দিয়ে নকশী কাঁথা তৈরী করতো। ঐতিহ্যের এই পরিবেশ সৃষ্টি করতেই স্থির ডিয়োরামায় কার্পাস তুলার ক্ষেত থেকে তুলা সংগ্রহ, তুলা থেকে বীজ ছাড়ানো, চড়কায় সূতা কাটা, সূতায় তানা বানানো, তাতে জামদানী শাড়ী তৈরী ও গ্রামের হাটে ও বাজারে জামদানী শাড়ী বিক্রি। এছাড়া ঘরের উঠানে বাচ্চাকে পাশে রেখে পুরানো শাড়ী কাপড় দিয়ে মা নকশী কাঁথা সেলাই করছে। স্থির ডিয়োরামার মাধ্যমে পরিবেশের প্রয়োজনীয় ভাস্কর্য সৃষ্টি করে দৃষ্টিতে চতুর্মাত্রিকতা এনে পরিবেশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত পরিবেশে দর্শকদের বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রামীণ পরিবেশের চিত্র ও বস্ত্রজাত কারুশিল্প বস্ত্র বিশেষ করে জামদানী শাড়ী ও নকশী কাঁথা সৃষ্টিতে গ্রামীণ লোকজীবন ও প্রকৃতি কিভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় বস্ত্রজাত কারুশিল্পের প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে ঢাকাই জামদানী শাড়ী ও নকশী কাঁথা। প্রদর্শনীতে লোক ও কারুশিল্পের স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে আর্থ–সামাজিক–সাংস্কৃতিক কারণে সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত অথচ প্রবহমান নিদর্শন পুরানো ঐতিহ্যের নকশা ও মোটিফের এবং পাশাপাশি নতুন আধুনিক নকশা ও মোটিফের জামদানী শাড়ীর প্রদর্শন গ্যালারীতে রাখা হয়েছে। এখানে রং, নকশা, মোটিফ সৌন্দর্যের রূপান্তরকে প্রত্যক্ষ করা যাবে।

এছাড়া এই গ্যালারীর অপর আকর্ষণ নকশী কাঁথা। এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, এবং বাঙ্গালী মহিলারাই নকশী কাঁথার শিল্পী, এটি এ দেশের জাতিতত্ত্ব শ্রেণীর কারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। গ্যালারীতে নকশী কাঁথার নানা নিদর্শনের প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। যেমন সুজনী, আরশী লতা, আসন কাঁথা, জায়নামাজ, দস্তর খানা. রুমাল ইত্যাদি। পুরানো ঐতিহ্যের ও নতুন তৈরী নকশী কাঁথার সমাহার এই গ্যালারীতে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম রূপান্তরিত কাঁথার প্রদর্শন জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় এই দুই ধরণের নকশী কাঁথাকে প্রদর্শনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের প্রদর্শনী ব্যবস্থা জাতিতত্ত্ব গবেষণার পদ্ধতিকে ধারণ করেছে। এবং এই যাদুঘর নতুন আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যের যাদুঘর হিসাবে পরিণত হয়েছে। জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের শিল্পাচার্য জয়নুল লোকও কারুশিল্প যাদুঘর এদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনে কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এবং জাতিতত্ত্বের পরিসীমায় প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্বলিত শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর বাংলাদেশের যাদুঘরের ইতিহাসে নতুন মাইল ফলক বলে চিহ্নিত হবে।

বর্তমান বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

মোঃ রবিউল ইসলাম
সংরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

রাজধানী ঢাকা থেকে ২৪ কিঃ মিঃ পূর্বে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ২ কিলোমিটার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার আমিনপুর ইউনিয়নের ইছাপাড়া মৌজায় ১৫০ বিঘা জমির উপর বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন অবস্থিত।

এয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও কেবল রাজনৈতিক কারণেই সুপরিচিত ছিলনা বরং এখানে উৎপন্ন প্রাচ্যের গৌরব বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র সেই প্রাচীন কাল থেকেই মিশর, চীন, সিংহল সহ পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানী হতো। এছাড়া সোনারগাঁও অঞ্চলের আদি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অলিপুরা এবং লাংগলবন্দে হতো প্রচুর ঝিনুকের কাজ। এবং এ অঞ্চলের তৈরী চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতী, বিভিন্ন গড়নের পুতুল রপ্তানী হতো সারা ভারতে।

সোনারগাঁও জাতির ইতিহাস ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির কারণে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁয়ে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। সে প্রেক্ষিতেই ১৯৭৫ সালে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পায়।

প্রথমে সোনারগাঁয়ের পানাম নগরের একটি পুরানো বাড়ীতে এর প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়। এবং সরকার ১২ই মার্চ, ১৯৭৫ ইং তারিখে একটি রেজুলেশন বলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৭৬ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের যাদুঘরের কাজ শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে "লোকও কারুশিল্প যাদুঘর" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে "লোকও কারুশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ" নামে বর্তমান ১৫০ বিঘা জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এবং পানাম নগর থেকে পুরাতন সর্দারবাড়ীতে যাদুঘর স্থানান্তরিত হয়। সেই যাত্রা নিয়ে হাটি হাটি পা পা করে ফাউন্ডেশনের কর্মসূচীর এখন অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে। সেই কর্মসূচীর বিস্তৃতির মধ্যে রয়েছে ১৫০ বিঘার উপরে প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশের লোকজ পরিবেশ সৃষ্টি, ঐতিহ্যময় লোকও কারুশিল্পের বিস্তৃতিকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে শিল্পগ্রাম সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ, ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ সৃষ্টির মহাপরিকল্পনা গ্রহন এবং গবেষণা ও প্রকাশনার এক নেটওয়ার্ক স্থাপন।

উক্ত লক্ষ্যেই ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের এই কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি প্রযত্ন পরিষদ রয়েছে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর সরকার কতৃক প্রযত্ন পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়। প্রযত্ন পরিষদের সভাপতি হচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। বর্তমান প্রযত্ন পরিষদ নিম্নরূপঃ

১। জনাব ওবায়দুল কাদের
প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভাপতি (পদাধিকার বলে)

২। জনাব আনিসুল হক চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহ-সভাপতি (পদাধিকার বলে)

৩। অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম
স্থানীয় সংসদ সদস্য
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৪। জনাব আব্দুর রাজ্জাক
প্রফেসর চারুকলা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সদস্য (সরকার মনোনীত)

৫। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী
প্রাক্তন মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সদস্য (সরকার মনোনীত)

৬। ডঃ ওয়াকিল আহমদ
প্রফেসর বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সদস্য (সরকার মনোনীত)

৭। জনাব এ, এস, এম সোলায়মান
প্রাক্তন সংসদ সদস্য
সদস্য (সরকার মনোনীত)

৮। ডঃ আকবর আলী খান
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়
সদস্য (পদাধিকার বলে)

৯। জনাব ঈসমাইল হোসেন
সচিব
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
সদস্য (পদাধিকার বলে)

১০। জনাব সা, আ, কা, মাসউদ আহমদ
প্রধান স্থপতি
গণপূর্ত বিভাগ, পূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা
সদস্য (পদাধিকার বলে)

১১। জনাব আব্দুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
মতিঝিল, ঢাকা
সদস্য (পদাধিকার বলে)

১২। জনাব এ, জেড, এম রফিক ভূঁঞা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, শাহবাগ।
সদস্য (পদাধিকার বলে)

১৩। জনাব রফিকুন নবী
অধ্যক্ষ
চারুকলা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য (পদাধিকার বলে)

১৪। জনাব নজরুল ইসলাম
জেলাপ্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ
সদস্য (পদাধিকার বলে)

১৫। জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
সদস্য-সচিব

১৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রযত্ন পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী একজন পরিচালকের মাধ্যমে ফাউণ্ডেশনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। পরিচালক ফাউণ্ডেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বর্তমানে ফাউণ্ডেশন পরিচালনা করছেন।

জনবল ঃ

পরিচালককে সহায়তা করার জন্য একজন উপ-পরিচালক; এবং গবেষণা অফিসার, সংরক্ষণ অফিসার ও প্রদর্শন অফিসার পদে তিনজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা; রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, নিরাপত্তা অফিসার ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে তিন জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা, ২ জন গাইড লেকচারারসহ ১৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ৩৩ জন চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড ঃ

ঐতিহ্যবাহী লোকও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পূণরুজ্জীবন এবং পূণরুৎপাদনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন সংশোধিত মাষ্টারপ্লান অনুযায়ী গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টিতে ১৫০ বিঘা জমিতে লেক, পুকুর, রাস্তা, ঘাট, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর সমারোহ ঘটানো হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ সৃষ্টিকল্পে প্রাকৃতিক রূপ সৃষ্টিকরণে ইতিমধ্যেই কমপ্লেক্সে দীর্ঘ ১ মাইল কৃত্রিম লেক, ৫টি পুকুর, বনায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বাস্তব সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে বর্তমানে নিম্নরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

১। প্রশাসনিক ভবন।
২। পুরাতন যাদুঘর ভবন (সর্দার বাড়ী)।
৩। নতুন যাদুঘর ভবন।
৪। লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টশন সেন্টার।
৫। ক্যান্টিন।
৬। সেমিনার হল।
৭। পাম্প হাউজ।
৮। জেনারেটর রুম।
৯। ডাকবাংলো।
১০। পরিচালকের বাস ভবন।
১১। অফিসার্স কোয়াটার, দুই ইউনিট।
১২। ৯ ইউনিট ষ্টাফ কোয়াটার।
১৩। আন্সার ক্যাম্প।
১৪। কারুপল্লী।
(১৫) জামদানী ঘর।

(১৬) মৃৎশিল্পের ঘর।
(১৭) বিক্রয় কেন্দ্র।
(১৮) ৫ টি পুকুর।
(১৯) ৫টি ঘাট।
(২০) ৬৫ বিঘার লেক।
(২১) গ্রামীণ উদ্যান ও বৃক্ষ।
(২২) কাঁটাতারের বেড়া।
(২৩) ৫ টি নৌকা ইত্যাদি।

লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা ঃ

লোকও কারুশিল্পের সংগে যুক্ত সকল উপাদানকে সচেতন ভাবে সাজিয়ে একটি সংহতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসহ সমাজগঠন ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচিত করা সম্ভব। সে প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন কর্মসূচী অনুযায়ী যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দুটি যাদুঘর ভবনে লোক ও কারুশিল্পের শ্রেনীভিত্তিক গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

(ক) লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর (সর্দার বাড়ী) ঃ

পুরানো সর্দার বাড়ীতে অবস্থিত যাদুঘর ভবনে মোট ১০টি গ্যালারী রয়েছে। এই দশটি গ্যালারীতে যথাক্রমে, (১) কাঠ খোদাই কারুশিল্প, (২) গ্রামীণ লোক জীবনের পরিবেশ, (৩) পটচিত্র ও মুখোস, (৪) নদীমাতৃক বাংলাদেশের পরিবেশ, (৫) উপজাতীয় জীবন ভিত্তিক নিদর্শনদ্রব্য, (৬) লোকবাদ্যযন্ত্র ও পোড়া মাটির নিদর্শন দ্রব্য, (৭) লোহার তৈরী নিদর্শন দ্রব্য, (৮) তামা কাঁসা পিতলের নিদর্শন দ্রব্য, (৯) লোক অলংকার (১০) বাঁশ বেতের নিদর্শন দ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছে।

(খ) শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ঃ

উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতকৃত যাদুঘর ভবনে ২টি গ্যালারী রয়েছে। ১ নং গ্যালারীতে কাঠের তৈরী প্রাচীন ও আধুনিক কালের নিদর্শন দ্রব্য দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে কাঠ এবং কাঠ থেকে বিভিন্ন কারুপণ্য তৈরী ও সর্বশেষে বিক্রির সামগ্রিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভাবে পরিবেশে মডেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২নং গ্যালারীতে সোনারগাঁয়ের বিশ্ববিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মোটিফ এবং রঙের নকশার জামদানী শাড়ী প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের, ব্যবহারের, নকশী কাঁথা প্রদর্শন করা হয়েছে। সেই সংগে অত্যন্ত আর্কষণীয়ভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্টে তুলা এবং তুলা থেকে বস্ত্র তৈরীর সামগ্রিক চিত্র পরিবেশে মডেলের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে।

লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার ঃ

বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। লোকও কারু-শিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্য অর্জনে গবেষণার আবশ্যকতা রয়েছে। আর এই গবেষণার প্রয়োজনে লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার সমৃদ্ধকরণ অনস্বীকার্য। বর্তমানে ফাউন্ডেশনে লোক ও কারু শিল্পের উপর গবেষণার প্রয়োজনে একটি লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে। তাতে প্রায় ৪০০০ গবেষণা ধর্মী পুস্তক সহ ম্যাগাজিন এবং অডিও ও ভিডিওতে ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এই লাইব্রেরীর মাধ্যমে পাঠকরা দেশের ও বিদেশের লোক ও কারুশিল্প সম্পর্কে গবেষণাকর্ম ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান আহরণকারীরাও নানা তথ্য জানতে পারবে।

গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচী ঃ

বাংলাদেশের লোকও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে এর অনুপুংখ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছ। সেই প্রেক্ষিতে গবেষণা কার্যক্রম ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

ফাউন্ডেশনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে ব্যপকতা প্রদান, দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচয়, সংযোগ রক্ষায় গবেষণা ও প্রকাশনা এক বিরাট ভূমিকা পালনে সক্ষম। ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাংলাদেশের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক সকল মাত্রার অজানা তথ্য, তত্ত্ব উদ্ভাবনে, গবেষণা ও প্রকাশনার কোন বিকল্প নাই। গবেষণার মধ্যদিয়ে লোকশিল্পের ঐতিহ্যের বহুমাত্রিক দিক উন্মোচন সম্ভব।

আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ভিত্তি গবেষণা ও প্রকাশনা কখনো বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সম্পন্ন হলে কার্যক্রম আশানুরূপ সুফল লাভ করে না। এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম অধিক ফলপ্রসু হয়। ইতিপূর্বে ফাউন্ডেশনের গবেষণা ও প্রকাশনা বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ফাউণ্ডেশনের সুনির্দিষ্ট গবেষণা ও প্রকাশনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ফাউন্ডেশনের গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

ইতিপূর্বে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা মূদ্রণ হয়নি। ঐতিহ্যবাহী লোকও কারুশিল্পের জরিপও দলিলীকরণ" এর উপর

একটি ও বাংলাদেশের লোকশিল্প নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ হয়। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রকাশনা ফাউন্ডেশন থেকে বের হয়, যা নিম্নরূপ -

১। Historic Sonargaon-1979.
Compiled by Saifuddin Chowdhury

২। ঐতিহাসিক সোনারগাঁও-১৯৭৯
লেখক সাইফুদ্দিন চৌধুরী

৩। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, সেমিনার প্রবন্ধ পুস্তিকা-১৯৭৯
লেখক সৈয়দ মাহবুব আলম এবং
সাইফুদ্দিন চৌধুরী

৪। Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation 1979, Seminar Paper
Written by Syed Mahbub Alam.

৫। Sonargaon
Compiled by Dr. S. M. Hasan-1982

৬। লোক ঐতিহ্য-১৯৮৩
সম্পাদনায় ঃ ডঃ সৈয়দ মাহমুদূল হাসান,
লেখক-সৈয়দ মাহবুব আলম

৭। বাংলাদেশের লোক শিল্প (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫)
সম্পাদনায় ঃ ডঃ সৈয়দ মাহমুদূল হাসান

৮। Museum Guide, Folk art Museum, Sonargaon-1983
Edited by Dr. Syed Mahmudul Hasan.

৯। লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর, সোনারগাঁও-১৯৮৭
সম্পাদনায় ঃ এস, কে, এম শামসুল হক

১০। বাংলাদেশের লোক শিল্প-১৯৮৮
(লোক শিল্পের গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন।)
সম্পাদনায় ঃ এস, কে, এম, শামসুল হক

১১। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ-১৯৯২
সম্পাদনায় ঃ কে, এম, হাবিবুল্লাহ্

১২। স্মরণিকা ঃ লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজউৎসব-৯৩
সম্পাদনায় ঃ কে, এম, হাবিবুল্লাহ্

১৩। ঐতিহ্যবাহী লোকও কারুশিল্পের জরিপও দলিলীকরণ, ঢাকা অঞ্চল-১৯৯৩
প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউণ্ডেশন

১৪। স্মরণিকা ঃ লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব-৯৪
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভূঁইয়া

১৫। স্মরণিকা ঃ লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৫
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভূঁইয়া

১৬। লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব' ৯৫ এর প্রতিবেদন।
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভূঁইয়া

১৭। কারুময়ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার এর স্মরণিকা ১৯৯৬
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভূঁইয়া

১৮। স্মরণিকা ঃ লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৬
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভূঁইয়া

১৯। লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর প্রতিবেদন (প্রকাশিতব্য)।
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভুঁইয়া

২০। লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর সেমিনার প্রতিবেদন (প্রকাশিতব্য)।
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভুঁইয়া

২১। ফাউন্ডেশন গাইড বুক (প্রকাশিতব্য)
সম্পাদনায় ঃ বজলুর রহমান ভুঁইয়া

প্রকল্প কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন ঃ

১৫০ বিঘা আয়তনের ফাউণ্ডেশনে লেক, পুকুর, গাছপালা, ফল ফুল ইত্যাদির মাধ্যমে একটি নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিকল্পিতভাবে ভারসাম্যকরণ সেই সঙ্গে ফাউণ্ডেশনের কিছু রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে কিছু কিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

১। মৎস্য প্রকল্প।

২। উদ্যান প্রকল্প।

৩। বিক্রয়কেন্দ্র প্রকল্প।

৪। ফাউণ্ডেশন কমপ্লেক্সে প্রবেশ ফি প্রকল্প।

৫। জামদানী কর্মসূচী।

৬। কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও ওয়ার্কসপ প্রকল্প।

উক্ত প্রকল্পগুলো থেকে বছরে ১৪ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে।

শিল্পগ্রাম কর্মসূচী ঃ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনে যেমন লোকশিল্প যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে, তেমনি আবহমান বাংলার লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, উৎপাদন ও রূপান্তরের প্রয়োজনে শিল্পগ্রাম কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

শিল্পগ্রাম কর্মসূচীতে আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপের হুবহু চিত্রকল্পের প্রতিস্থাপন বাড়ীঘর, নদী, গাছ-পালা, পুকুর, মানুষ, সর্বোপরি গ্রামীন পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল কারুশিল্পের দক্ষ শিল্পী ও কারিগরদের সমারোহ ঘটানোই শিল্পগ্রামের মূল কাজ। শিল্পগ্রামে বাংলার চিরায়ত পরিবেশে কারুশিল্পীগন তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শেখা কারুশিল্পের উৎপাদন করবে। এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পুরোপুরি শুরু না হলেও বর্তমানে পরীক্ষামূলক ভাবে উক্ত কর্মসূচীর সংগে সংগতি রেখে কারুপল্লী,জামদানী ঘর, মৃৎশিল্পের ঘর স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য কারুশিল্প যেমন, দারুশিল্প, তাঁতশিল্প, শঙ্খশিল্প, কামার শিল্পের ঘর ও পরিবেশ পর্যায়ক্রমে শিল্পগ্রাম কর্মসুচীর আওতায় গড়ে তোলা হবে।

শিল্পগ্রাম কর্মসূচীর আওতাধীনে বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কারুপল্লীতে বৈচিত্রময় লোকজ স্থাপত্য গঠনে ২১ টি ছনের ঘরে কারুশিল্প উৎপাদন, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। দোচালা, চারচালা ও উপজাতীয় মোটিফে ছন ও বাঁশবেত দিয়ে তৈরী এ সকল ঘর সমূহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অজানা অচেনা, আর্থিকভাবে অবহেলিত অথচ দক্ষ কারুশিল্পীগণ বাঁশ, বেত, কাঠ খোদাই, মাটি ,জামদানী, নক্শী কাঁথা, পাটশিল্প, চামড়া শিল্প, শঙ্খশিল্প ইত্যাদি কারুশিল্প উৎপাদন, প্রদর্শন ও বিক্রি করছে।

জামদানী ঘর ঃ

বিস্ময়কর বয়নশিল্পের ইতিহাসখ্যাত মসলিনের সার্থক উত্তরসুরী জামদানী। সোনারগাঁয়ের ঐতিহ্য ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় সোনারগাঁ একসময় এই জামদানী তথা মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের মূল জায়গা ছিল। বয়ন শিল্পের এই ঐতিহ্যবাহী আকর্ষণ মসলিন শাড়ী কাল ও সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও তাঁত শিল্পীগণ ধরে রেখেছে জামদানী শাড়ীকে। দেশীয় শিল্পের এই উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ফাউণ্ডেশনের শিল্পগ্রাম কর্মসূচীর আওতাধীনে পুণরুজ্জীবন ও পুণরুৎপাদনের লক্ষ্যে জামদানী ঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জামদানী ঘরে কারুশিল্পীগণ বিভিন্ন মোটিফের রঙের, নকশার বৈচিত্রময় জামদানী শাড়ী উৎপাদন করছে এবং তা প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

মৃৎশিল্পের ঘর ঃ

বাংলার লোক শিল্পের অন্যতম উপাদান হচ্ছে মাটি। প্রাচীন কাল থেকে এদেশে সহজলভ্য মাটি দিয়ে নানা প্রকারের কারুপণ্য তৈরী হচ্ছে। বিবর্তনের ধারা নয় প্রয়োজনের চাহিদা মেপে মৃৎশিল্প বর্তমানে পটারিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই আধুনিক জীবন যাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাটির হাড়ি-পাতিল-কলসীর পরিবর্তে তৈরী হচ্ছে ইলেকট্রিক ষ্ট্যাণ্ড, ওয়াল প্লেট, রকমারী খেলনা, পেপার ওয়েট, ফুলদানী, ফুলের টব, ইত্যাদি। ফাউণ্ডেশনের কারুপল্লীতে এরকম একটি মৃৎশিল্পের ঘর নির্মিত হয়েছে যেখানে ঐ সকল কারুপণ্য তৈরী, উৎপাদন প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে।

কারুময়ফ্রেম ওয়ার্কশপ ও প্রদর্শন ঃ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন লোক ও কারুশিল্পের শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা, কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তির সম্ভাবনার প্রতি মর্যাদা প্রদানে তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে প্রায়োগিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ফাউণ্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প বিষয়ক গবেষক, শিল্পী এবং কারুশিল্পীগণ যৌথ প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা সহজলভ্য নানা উপকরণ, কাঁচামাল দিয়ে প্রকৃতির রং, রূপ, সুষমতা, মৃন্ময়তার গুণের বৈশিষ্ট্যের কারুময়ফ্রেম উদ্ভাবন করেছে। বাঁশ, বেত, মাটি, কাঠ ও চিনামাটির টুকরা, ফলের বীজ, কাপড়, নুড়ি ইত্যাদি প্রায় ৫০ রকমের অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে নানা রঙের রূপের বৈচিত্রময় আর্কষণীয় কারুময়ফ্রেম ফাউণ্ডেশনের ওয়ার্কসপে পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিকভাবে তৈরী করা হচ্ছে।

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এবং অনুষ্ঠানাদি ঃ

বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবকাঠামো অর্থনৈতিক এবং উপরিকাঠামো-সাংস্কৃতিক এই উভয় কর্মকাণ্ডের মিলন ক্ষেত্র হচ্ছে লোক মেলা ও লোকজ উৎসব। কৃষিজ উৎপাদনের কেনা বেচা, পেশাভিত্তিক উৎপন্ন পণ্য, লোক ও কারুশিল্পের কেনা-বেচা এ সবই লোকমেলার মূল কার্যক্রম। এছাড়া লোক মেলার চিরায়ত আকর্ষণ বাংলার মাঠে ঘাটে প্রান্তরে নদী বনান্তরে ঘুরে বেড়ানো লোকসংগীত শিল্পীদের সমাগম। লোক মেলা মূলতঃ গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই মেলার মাধ্যমেই আশেপাশের মানুষের মধ্যে তথা দেশ বিদেশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। লোক মেলার এই তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে ফাউণ্ডেশন লোকজ পরিবেশে প্রতিবছর মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব করে থাকে। মেলায় দেশের নানা অঞ্চলের লোক শিল্পীরা জারী, সারি, বাউল, পালাগান, শরিয়তি ও মারফতি, ধুয়াগান, হাসন রাজার গান, মাইজভাণ্ডারী, গান, লালন সংগীত, বিচার গান, বিয়ের গান, গায়ে হলুদের গান, বৃষ্টির গান, ঘেটু গান, আলকাপগান, ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী গান, গম্ভীরা গান, কবি গান, উপজাতীয় ইত্যাদি গান ও সংগীত পরিবেশন করে। মেলায় প্রতি বছর ১০টি করে পুরাতন হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলা স্কুলের ছেলে মেয়েদের দিয়ে পরিবেশন করানো হয়। সেই সঙ্গে লাঠি খেলা, কুস্তি খেলা, সাপের লড়াই, মোরগের লড়াই, নৌকা বাইচ, হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা ইত্যাদি খেলা পরিবেশিত হয়, এছাড়া

গ্রামীণ লোকসমাজের পরিচিত দৃশ্যের জীবন্ত প্রদর্শনী এবং লোক সংস্কৃতির উপর নানা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এছাড়া ফাউণ্ডেশন প্রতিবছর ফাউণ্ডেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীসহ সরকারী নির্দেশে অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে।

সুবিধাদি ও বিনোদন ব্যবস্থা

পিকনিক ঃ ফাউণ্ডেশন কমপ্লেক্সে ৫টি স্থায়ী পিকনিক স্পট রয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে পিকনিকের জন্য আরও ২০টি স্থানে পিকনিকের ব্যবস্থা রয়েছে। পানি, টয়লেট ইত্যাদি সুবিধাসহ নির্দিষ্ট ফি এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা পিকনিক করতে পারে।

গ্রামীণ খাল ও জলাশয় ঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশের খাল, বিল, পুকুর ও জলা ভূমির পরিবেশের ন্যায় ফাউণ্ডেশনের প্রায় ৬৫ বিঘা জলাভূমি নিয়ে লেক ও পুকুর অত্যন্ত মনোরমভাবে তৈরী করা হয়েছে। ফাউণ্ডেশন পরিদর্শনে এই জলাশয় অর্থাৎ আঁকা বাঁকা লেকের মাধ্যমে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়।

গ্রামীণ উদ্যান ও বৃক্ষ ঃ

আম, জাম, লিচু, কাঠাল, তাল, খেজুর, সুপারী, পেয়ারা, কদবেল, জামবুরা, কামরাঙা, সফেদা, ডালিম, করমজা ইত্যাদি ফলের গাছ ছাড়াও হিজল, কৃষ্ণচুড়া, কদম, রাধাচুড়া কাঠবাদাম, দেবদারু, গাব, শিমুল, সেগুন, মেহেগুনি বাবলা, কড়ই, শিশু ইত্যাদি প্রায় ৩০০০ হাজার গাছ এবং গোলাপ, রজনীগন্ধা ও অন্যান্য নানা রকমের ফুলের বাগান রয়েছে। দর্শকরা ফাউণ্ডেশন পরিদর্শনে সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের স্বাদ পায়।

নৌবিহার ঃ

ফাউণ্ডেশনের ৬৫ বিঘা আয়তনের লেকে ৫টি নৌকায় নৌ বিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বিশেষভাবে তৈরী ময়ূরপংখী নৌকায় নৌবিহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হচ্ছে।

মৎস্য শিকার ঃ

ফাউণ্ডেশনের বিস্তৃত জলাশয়ে নানা প্রজাতির মাছ ছাড়া হয়েছে। মৎস্য শিকারীরা নির্দিষ্ট ফি এর মাধ্যমে মৎস্য শিকার করে থাকে।

সেমিনার হল ঃ

ফাউণ্ডেশনের প্রাকৃতিক ও লোকজ পরিবেশে তৈরী একটি নির্দিষ্ট সেমিনার হল রয়েছে। এই সেমিনার হল নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে সেমিনারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার জন্য দেয়া হয়।

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

পুরাতন সর্দারবাড়ীর যাদুঘরে একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। বিক্রয়কেন্দ্রে কারুপল্লীতে উৎপাদিত কারুপণ্যসহ দেশের নানা অঞ্চলের কারুপণ্য সুলভে বিক্রি হয়ে থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও রূপরেখা ঃ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন কেবল লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং এক্ষেত্রে গবেষণামূলক বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশের লোকজ ট্রাডিশনকে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশ্বের দরবারে সমুন্নত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ফাউণ্ডেশন লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুণরুজ্জীবন ও পুনরুৎপাদন কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে সংশোধিত মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন করেছে। উক্ত মাষ্টারপ্লান অনুযায়ী লোকজ পরিবেশ তৈরীর প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে ১৫০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে কারুঘাট, কারুমাঠ, কারু ব্রীজ, কারু পাহাড়, কারুদ্বীপ, কারু ঘাসকুঞ্জ, কারুপ্রাঙ্গন, ইসলামী কারুশিল্প কেন্দ্র, সত্যসুন্দর কর্মসূচী ইত্যাদি বাস্তব অবকাঠামোর সমাবেশ ঘটাবে। শিল্পগ্রাম কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারুশিল্প, তাঁত শিল্প, শঙ্খ শিল্প, কামার শিল্প ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া যেহেতু লোক কারুশিল্পের গবেষণার ভিত্তিতে ফাউণ্ডেশন ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখবে সে প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গবেষণার ব্যাপকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও অত্যাধুনিকভাবে লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টশন সেন্টার সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গবেষণাধর্মী আরও পুস্তক সংগ্রহ, গবেষণা সেন্টারটি কম্পিউটারাইজকরণ, অডিও ভিজিউয়্যাল সিষ্টেম স্থাপন এবং অধিক সংখ্যক গবেষনাধর্মী পুস্তক প্রকাশ উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত। সর্বপরি ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ সৃষ্টি ও কারুমডেল বাংলাদেশ স্থাপনের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ফাউণ্ডেশন এগিয়ে চলেছে।

ভবিষ্যতের লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও স্বপ্ন

ভূঁইয়া বজলুর রহমান
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশের কারুশিল্প প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশ তার কারুশিল্পের জন্য গর্ববোধ করে আসছে। বিশ্বের দরবারেও আমাদের অনেক কারুশিল্প তার স্থান করে নিয়েছিল। সেগুলো আজ দেখা না গেলেও তার নাম ইতিহাসে আছে। বস্তুত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য-লোক ও কারুশিল্প যেন হারিয়ে না যায়, তার জন্যই বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জন্ম। স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্বপ্নকে সামনে রেখেই ফাউন্ডেশন আজ হাটি হাটি পা করে এগিয়ে গেছে, বিস্তৃত করেছে এর কর্মক্ষেত্র সামর্থ অনুযায়ী। স্বপ্ন মানুষকে এনে দেয় হৃদয়ে এক গভীর উচ্ছ্বাস; আর সেই উচ্ছ্বাসই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তুলে অফুরন্ত কর্মস্পৃহায়। আর কর্মস্পৃহার গতিই মানুষকে সামনে চলার পথ যোগায়।

জয়নুল আবেদিনের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে ফাউন্ডেশন এখন অনেক স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া লোক ও কারুশিল্প, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে জীবন্ত রাখা আর এই জন্য প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন লোকশিল্প যাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম কর্মসূচী। এখন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন স্বপ্ন দেখে ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ, কারুমডেল বা কারুময় বাংলাদেশের এবংএক বিরাট গবেষণা কেন্দ্রের। তাই সংশোধিত প্রেক্ষিত প্লানে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায় এমন ভাবে-

এখানে গড়ে উঠবে বাংলাদেশের এক অসাধারণ লোকজ ভৌগলিক পরিবেশ ঃ

কেউ পরিদর্শনে এলে তার চোখের পটে, মানস পটে, ভেসে উঠবে বাংলার গ্রামের সুন্দর সুন্দর চিত্র পট—সেই পাখী ডাকা ঘুঘু ডাকা গ্রাম, জল টইটম্বুর কালো আবেশ মাখা ছোট বড় পুকুর, বিচিত্র মাছের জলকেলিতে মৃদুতরঙ্গায়িত ছন্দময় এক ঝংকার, মৃদুমন্দ অজস্র গাছের সবুজাভ পাগল করা হাসি, নানা পুষ্পবৃক্ষের চোখ জুড়ানো রঙের বাহার, সুগন্ধের মাতাল হাওয়া আর মালতী লতার দোল, ঘাসকুঞ্জ, অনেক মেঠো পথ, কাঠের পুল আর সাঁকো, গ্রামীণ ঐতিহ্যময় ঘাট—সে ঘাটে কলসী কাঁখে বধুয়া যাবে। ভেসে উঠবে কাঁচা পাকা গ্রামের ঘর—ছনের, বাঁশের, টিনের আর টালির। দেখা যাবে সেখানে গ্রামের সেই আদরের সহজ সরল মানুষ গুলোকে সকাল-সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা সহজ সরল গতির রেখায় আবহমান কাল ধরে বহমান। আরো কত গ্রামের ছবি আর দৃশ্য-গ্রামের গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড় দৌঁড়, ঘুড়ি উড়ানো, আবহমান মেলা, গ্রাম বাংলার খেলাধুলা, চাষীদের জীবন, জেলেদের জীবন, জারী-সারির মনমাতানো আসর, ঢেঁকিতে ধানভানা, পল্লীর নকশী পিঠা, নকশী কাঁথা, গ্রামীণ বিয়ে, গ্রাম্য সালিস, গ্রাম্য মক্তব, পালকীতে বর যাত্রা ইত্যাদি সব কিছু বাংলার সহস্রগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করবে বাংলার গ্রামীণ রূপকে হৃদয়ে গেঁথে দিয়ে।

এখানে গড়ে উঠবে শিল্পগ্রাম ঃ

যেহেতু বাংলার মানুষ গ্রাম ভিত্তিক, বাংলার মূল সংস্কৃতি গ্রামকেন্দ্রিক, বাংলার সমাজ ঐশ্বর্য্য গ্রামের কৃষাণ, কুটির শিল্পী; অর্থাৎ বাংলার ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি যার পটভূমি লোকজ সংস্কৃতি, সেটা ধরে রাখতে হলে সেই পরিবেশকে, সেই লোকশিল্পীকে, লোকজ শিল্পকে, লোকজশিল্পগ্রাম স্থাপনের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের বয়স যৌবনে পর্দাপণ করলেও শিল্পগ্রাম কর্মসূচীর উদ্যোগে যৌবনের জয়টিকার মতো গৌরবময় হয়ে উঠতে পারেনি। এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়েই আছে।

আবহমান বাংলার লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, উৎপাদন ও রূপান্তরের লক্ষ্যে শিল্পগ্রাম কর্মসূচী ফাউন্ডেশনের এক অন্যতম উদ্দেশ্য। শিল্পগ্রাম কর্মসূচীতে

আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপের হুবহু চিত্রকল্পের প্রতিস্থাপন বাড়ীঘর, নদী, গাছ পালা, পুকুর ও মানুষ অর্থাৎ গ্রামীন লোকজ পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল কারুশিল্পের দক্ষ, অদক্ষ শিল্পী ও কারিগরদের সমারোহ ঘটানো লোকজ শিল্পগ্রামের প্রধান কাজ। এ শিল্পগ্রামে বাংলার চিরায়ত পরিবেশে লোকও কারুশিল্পীগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা কারুশিল্পের উৎপাদন করে যাবে, যে সমস্ত হাজার বছরের শিল্প কর্ম যা হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর পুনরুজ্জীবন করে যাবে, আর করে যাবে রূপান্তরিত ফর্মে লোকও কারুশিল্পের পুনরুৎপাদন।

সংস্কৃতি নদীর প্রবাহের মত চির বহমান। দেশের ভৌগলিক অবস্থানের সাথে নদী যেমন রূপান্তরিত হচ্ছে তার মাটি আর পানি নিয়ে, তেমনি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রূপান্তরিত হচ্ছে সংস্কৃতি তার দেশীয় ঐতিহ্য নিয়ে। অর্থাৎ লোকশিল্পও তার স্থান, কাল ও পাত্রকে প্রতিনিয়ত ধারণ করছে। লোকশিল্পের উৎপাদনের সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়া লোক ও কারুশিল্পের উৎপাদনের সংগে জড়িত। "অবিশ্বাস্য অথচ অনিবার্য ভাবে প্রতিনিয়ত আজকের লোক ও কারুশিল্প সাবলীলভাবে সংস্কৃতির গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়ায় রূপসৃষ্টি করে চলেছে আগামী দিনের লোকও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ভীত। এ প্রেক্ষিতে উপলব্ধির ও গবেষণার মহৎ কেন্দ্র হবে শিল্পগ্রাম কর্মসূচী।"

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কারুশিল্প গ্রাম বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "কারুশিল্পগ্রাম গঠন নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই আলোকে প্রেক্ষিত প্লান আর তারই ধারাতে দশ কোটি টাকার কারুশিল্প গ্রাম কর্মসূচী প্রেরণ করা হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে ও ভবিষৎ স্বপ্নের সেই বাস্তব রূপ দিতে। যখন বাস্তবায়িত হবে সে স্বপ্ন তখন দেখা যাবে গ্রামীণ পরিবেশে শুধু পাখী ডাকা গ্রাম আর মেঠো পথই থাকবেনা, থাকবে বহু লোক ও কারুশিল্পের ঘর - জামদানী ঘর, নকশী কাঁথার ঘর, বাঁশ বেতের ঘর, পাটজাত দ্রব্যের কারুশিল্পের ঘর, মৃৎশিল্পের ঘর, তাঁত শিল্পের ঘর, সূচি শিল্পের ঘর, অলংকার শিল্পের ঘর, লোহার হাতিয়ারের ঘর, পিতল -কাঁসার তৈজসপত্রের ঘর, চামড়াজাত হস্তশিল্পের ঘর, কাঠের কারুশিল্পের ঘর, পাটি ও মাদুর শিল্পের ঘর, শাঁখা শিল্পের ঘর, ঝিনুক শিল্পের ঘর, ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলার সব কারুশিল্পের ঘরগুলোই যেন তার ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশ হবে কারুশিল্পের সমৃদ্ধ উচ্চারণে।

একশ বছর পরে কোন শিশু এসে যদি বলে, এটাকি? তার পিতা তাকে বলবে "এটাই আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যময় শিল্পগ্রাম"। লোকজ শিল্পীরা যারা বিচিত্র শব্দ উচ্চারণে মুখরিত করে রাখছে অঞ্চল যুগে যুগে এবং এখনো, এরাই আমাদের স্বাজত্যবোধের সংস্কৃতি দিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। এরা আমাদের আত্মার মতো আপন। তখন কি নতুন প্রজন্ম আমাদের লোকজ ঐতিহ্যকে ভুলে যেতে পারবে?

এখানে গড়ে উঠবে ক্ষুদ্রাকার বা মিনিয়েচার বাংলাদেশ ঃ

ফাউন্ডেশন একশ পঞ্চাশ বিঘা জমির মধ্যে বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলে ভৌগলিক লোকজ পরিবেশ, গ্রামীণ স্থাপত্য, নাগরিক স্থাপত্য এবং প্রাকৃতিক স্থাপত্যের বৈচিত্র্যময় নিদর্শন সহ কারুশিল্পের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হবে। এখানে এর উপাদান হবে মানুষ, সবুজ বন, নদী, খাল, পুকুর, ক্ষেত খামার, পথ ঘাট, পাহাড়, দ্বীপ, গুহা, লোকমঞ্চ, কারু মুক্ত প্রাঙ্গন, উদ্যান ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলাদেশের সব চিত্রই সংক্ষিপ্ত আকারে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম অবকাঠামোর মাধ্যমে নির্মাণ করা হবে যাতে এক পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত রূপে চোখের পটে ভেসে উঠে। এবং তার সাথে সাথে সেই অবকাঠামোর আশে পাশে কারুশিল্পের আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতি রূপান্তরের ধারায় সেই প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে। যেমন পাহাড় সৃষ্টি করা হলে, তারই পাদদেশে আদি সংস্কৃতি বা পাহাড়িয়া সংস্কৃতি অর্থাৎ উপজাতীয়দের সংস্কৃতির এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। তেমনি দ্বীপ গঠন করে দ্বীপাঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতি এবং কারুশিল্প ক্রমান্বয়ের ধারাতে প্রদর্শিত হবে। ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের সমতল ভূমির আবহমান কালের পরিবেশ এবং অবাসস্থান নির্মাণ করে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে ধরে রাখা হবে। এখানে ধরে রাখা হবে নাগরিক স্থাপত্য এবং নাগরিক কারুশিল্প, আরো ধরে রাখা হবে মসজিদ স্থাপত্য এবং ইসলামিক কারুশিল্প। মোট কথা এক নজরে আবহমান বাংলাদেশের ঐতিহ্যের রূপ, সংস্কৃতি এবং বাংলার মানুষের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পাবে।

বর্তমানের শিশু যদি বলে আমি বাংলাদেশ দেখতে চাই; আর যদি এখানে আসে তখন বলে উঠবে সোচ্চারিত ভাবে, বাহ! বেশতো! ঐতিহ্যময় বাংলাদেশের সবতো দেখলাম এখানে। তখন আপন মাধুরী নিয়ে নতুন প্রজন্ম ভাববে, বুঝবে, অনুভব করবে নিজ দেশের সংস্কৃতিকে, আর স্মরণ করবে সেই শিল্পীদের যারা ইতিহাসের প্রয়োজনে গড়ে তুলেছিল ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি।

এখানে গড়ে উঠবে কারুমডেল বা কারুময় বাংলাদেশ ঃ

এটার জন্য প্রয়োজন পড়বে আরো একশত বিঘা জমি। আর এই অবস্থানে আকাঁ হবে বাংলাদেশের ম্যাপ, চিহ্নিত করা হবে প্রত্যেক জেলা। সেখানে দেখানো হবে প্রাচীন কালের, মধ্যযুগের এবং বর্তমানের বাংলার কারুশিল্পীদের আবাসস্থল এবং তাদের সৃষ্ট প্রাচীন কালের মধ্যযুগের এবং বর্তমানের লোক ও কারুশিল্প জেলাওয়ারী। এখানে থাকবে কারুশিল্পের প্রদর্শন মেলা আর পুনরুৎপাদন। লোক শিল্পীরা আপন মাধুরী নিয়ে আপন সত্ত্বায় আবহমান কালের বাংলার ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি ধরেও রাখবে, বিকাশও ঘটাবে। পর্যটক হোক, পর্যবেক্ষকই হোক, সাধারণ

দর্শকই হোক আর গবেষকই হোক চমকে যাবে কারুময় বাংলাদেশের ব্যাপক অপরূপ চিত্র দেখে। বিশ্বে এটাই হবে প্রথম অপরূপ ঐতিহ্য রক্ষার এক বলিষ্ঠ নিদর্শন।

নতুন প্রজন্ম অবাক হয়ে শান্তির নিশ্বাস নিবে আর হাজার বছরের বর্ণাঢ্য লোকজ সংস্কৃতি দেখে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে। সে হবে শক্তিশালী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সৈনিক। বার বার সে স্মরণ করবে সেই সব লোক সংস্কৃতির সৈনিকদের, শিল্পীদের, যাঁরা বাঙালী জাতির প্রয়োজনে গড়ে তুলেছিল অর্থনৈতিক সংস্কৃতি এবং নান্দনিক শিল্প সুষমার লোকজ সংস্কৃতি।

এখানে গড়ে উঠবে বাংলাদেশের বৃহত্তম লোকজ মেলা ঃ

কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রর্দশন, পুনরুজ্জীবন এবং পুনরুৎপাদনের লক্ষ্যে এই ফাউন্ডেশন স্থাপিত। এই প্রেক্ষিতে লোকজ মেলা। মেলা আমাদের অত্যন্ত একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভূক্ত। আবহমানকাল থেকে মেলা গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনে আনন্দ উৎসব, ধর্ম-কর্ম আর সাংসারিক প্রয়োজনের উপলক্ষ হয়েই আদর কদর পেয়ে আসছে। জনজীবনের সংগে এমন বহু প্রয়োজন মিলে গিয়েছিল বলে আমাদের গ্রাম্য মেলা হয়ে উঠেছে আমাদের লোক সংস্কৃতির এক অনন্য ও অনিবার্য উপাদান। সোনারগাঁয়ে লোক ও কারুশিল্প মেলা এবং লোকজ উৎসব বাংলার গ্রামীণ মেলার ঐতিহ্য নিয়ে প্রতিবছর প্রায় ঝলক দিয়ে উঠে।

প্রতিবছরই এ মেলা হয়ে আসছে; আগে হোত একদিন, দুদিন করে। ১৯৯৪ সাল থেকে প্রায় মাস ব্যাপী সময় নিয়ে হচ্ছে। বাংলাদেশের একুশ মেলার পরে, এত দীর্ঘ সময় নিয়ে এটিই বাংলাদেশে প্রথম কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব।

বাংলাদেশের বৃহত্তম এ মেলায় প্রদর্শিত হয় কারু ও লোকশিল্পের প্রায় সমস্ত নান্দনিক সুষমার কারুশিল্পের সম্ভার, লোকজ উৎসবে মেতে উঠে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, জারী, সারি, লালন, বাউল, মাইজভান্ডারী, আলকাপ, পালাগান, বিচার গান, হাসান রাজার গান, ইত্যাদি বিচিত্র লোক সঙ্গীতের ধারা। প্রদর্শিত হয় বাংলার লোকজ জীবন্ত প্রদর্শনী, প্লাটফর্ম জীবন্ত প্রদর্শনী, লোকজ খেলা, কারুশিল্পীর কর্মময় প্রদর্শনী ইত্যাদি। আমরা প্রতি বছর মেলা করছি একটা গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। প্রতিবছরই একটা না একটা নতুন বিষয় নিয়ে প্রদর্শনের মাধ্যমে গবেষণা করা হচ্ছে। আমরা আগামীতে ৬টি বিভাগের সমস্ত কারুশিল্প প্রদর্শন করব। পর্যবেক্ষক ও দর্শকরা বুঝতে পারবে বিভাগ অনুযায়ী আমাদের Traditional cultural development কিভাবে হয়েছে।

ভবিষ্যতে এক মাস ব্যাপী এই লোকজ মেলা ও লোকজ উৎসব গবেষণার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ও শিল্পী সম্ভারে এক বৈশিষ্ট্যময় বৃহত্তম মেলায় স্থায়ীভাবে ইতিহাস খ্যাত হবে। এই সফলতার সাথে সাথে আমরা সার্ক ফোক আর্ট বাইয়েনিয়াল করব। উল্লেখ্য যে, সেটা ১৯৯৮ সালের শীতকালে হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আমাদের স্বপ্ন আছে এশিয়ান ফোক আর্ট বাইয়েনিয়াল করার, আমাদের স্বপ্ন আছে World ফোক আর্ট বাইয়েনিয়াল করারও। এগুলো পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে করা সম্ভব বলে আমরা আশা করি। বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন লোক মেলা ও লোকজ উৎসবে এসে যে কোন শিশু ঝলমল হয়ে উঠবে আবহমান বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহারিক সান্নিধ্যে এসে। সব শিশুরাই পিতাকে যেন বলবে লোক কারুমেলা ও লোকজ উৎসবে যাব। চলনা মেলাতে যাই। এমনি আনন্দিত মুখরিত উক্তি উচ্চারিত হবে নতুন প্রজন্মের মুখে।

এখানে গড়ে উঠবে দেশের বৃহত্তম লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ঃ

ঐতিহ্যময় জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে লোক ও কারুশিল্পের মৌলিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও একাত্মতার প্রয়োজনে কারুশিল্প যাদুঘরের গুরুত্বও বিরাট। কারণ যে সব লোক ও কারুশিল্প তার প্রয়োজনে এবং নান্দনিক শিল্পসুষমায় অর্থনৈতিক সংস্কৃতি, স্বাজত্য বোধের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যময় লোকজ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, সে গুলো অনেক হারিয়ে গেছে, আরো যাবে। সেসব লোকসংস্কৃতি যেন হারিয়ে না যায়, তাই লোকও কারুশিল্প যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা।

জন্ম লগ্ন থেকেই বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রথমে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে পুরাতন সর্দার বাড়ীর ৩২টি কক্ষে। মাত্র ৮০০টি বিভিন্ন প্রকারের কারু শিল্পের নিদর্শন স্থানাভাবে সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে অতৃপ্তির এক ধারা নিয়ে। কেননা বাংলার মৃৎশিল্পের নিদর্শনই আছে সহস্রাধিক ও অন্যান্য কারুশিল্পের দ্রব্যতো আছেই।

এখন স্বল্প পরিসরে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে শিল্পাচার্য জয়নুল লোকও কারুশিল্প যাদুঘর। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হলো লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন। আর আর যাদুঘরই হলো সেই প্রদর্শনের স্থায়ী তীর্থমেলা। বস্তুত যাদুঘরই হলো একটা দেশের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত যোগফল। একটা দেশের যাদুঘর থেকেই যেকোন পর্যটক, যেকোন গবেষক, যেকোন বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষও অতি সাধারণ ও সূক্ষ্মভাবে ধারণা নিতে পারে দেশের প্রাচীন এবং বহমান সংস্কৃতির উপর। এই প্রেক্ষিতে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ভবন যার মধ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যময় নকশীকাঁথা, নানা বৈচিত্রের ঐতিহ্যময় জামদানী শাড়ী এবং প্রাচীন ও বর্তমান কাঠের কারুশিল্প যা বাংলার একান্ত ঐতিহ্যময় শিল্পকর্ম, ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিবে। এই যাদুঘরে শুধু প্রাচীন এবং বহমান কারুশিল্প প্রদর্শিত হয়ে শুধু আনন্দের খোরাকই যোগাবেনা, সেই সংগে মানুষের অন্তরে গেঁথে দেবে বাংলার ঐতিহ্যময় শিল্পকর্ম। যাদুঘর প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সেদিক থেকে

আসলেই দেশের ঐতিহ্য বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফাউন্ডেশন শুধু এ দুটি যাদুঘরেই বাংলার লোক ঐতিহ্যের নিদর্শন দ্রব্য প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে মৃৎশিল্প যাদুঘর, বাঁশ বেত শিল্পের যাদুঘর, পিতল-কাঁসার যাদুঘর, ঝিনুক মুক্তা আর কারুময় লোকজ অলংকারের যাদুঘর, কারুময় ফ্রেমের যাদুঘর, লোক বাদ্যযন্ত্রের যাদুঘর, লোকজ শিল্পের যাদুঘর, উপজাতীয়দের সংস্কৃতির যাদুঘর ইত্যাদি।

অর্থাৎ এখানে এসে দেখবে দেশী বিদেশী দর্শক দেশের বৃহত্তম লোক ও কারুশিল্পের যাদুঘর, যার বিস্তৃতি হবে বিশ্ব অঙ্গনেও।

এখানে গড়ে উঠবে সত্য ও সুন্দর প্রকল্প ঃ

এটা এক নতুন ধরণের প্রকল্প যা বাংলার বহমান লৌকিক জীবন এবং আচার গড়ে উঠবে। যেমন বাংলার কৃষিজীবন, জেলে জীবন, তাঁতী জীবন ইত্যাদি বাস্তব ভাবে দেখানো হবে। অর্থাৎ সকাল থেকে একটি কৃষক পরিবার কি ভাবে তার জীবনে সে ফসল বোনা থেকে বিক্রি পর্যন্ত আবহমানকাল ধরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই জীবন দেখানো হবে। যেখানে থাকবে মাঠের ফসলের ক্ষেতে বীজ বোনা, ফসল কাটা, ফসল তোলা, ধান মাড়ানো, ঢেঁকি বানা, কৃষক ঘর, গোয়াল ঘর, পণ্য বিক্রি ইত্যাদি। এটা হলো সত্যের দিক, বাস্তবের দিক। আর ঠিক এরই সামনে আবহমানকালের এ জীবনের ছবি নিয়ে গড়ে তোলা হবে কারু ভাস্কর্য (Sculpture crafts)। এটা সুন্দর, অর্থাৎ শিল্পের। এই সত্য ও সুন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিশ্বে এটাই হবে প্রথম অভূর্তপূর্ব প্রদর্শন যা পর্যটককে বিস্ময়ভূত করবে।

এখানে গড়ে উঠবে লোক ও কারুশিল্পের বিরাট এক গবেষণা কেন্দ্র ঃ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তার গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবায়নের প্রত্যেকটির গবেষণার প্রয়োজনীতা আছে। গবেষণা কার্যক্রম ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী, পরিকল্পনা গ্রহণের ভিত্তি হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ফাউন্ডেশনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে বিরাট ভাবে তুলে ধরার জন্য এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচয় ও সংযোগ রক্ষার জন্য গবেষণা ও প্রকাশনা এক বিরাট ভূমিকা নেয়। বাংলাদেশের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক সকল মাত্রার অজানা তথ্য উদ্ধারে, তত্ত্ব উদ্ভাবনে, গবেষণা ও প্রকাশনার কোন বিকল্প নেই। গবেষণার মধ্য দিয়েই লোকশিল্পের ঐতিহ্যের বহুমাত্রিক দিক উন্মোচন সম্ভব।

তাই গবেষণা ও প্রকাশনা কখনো বিছিন্ন প্রয়াসে হওয়া উচিত নয়। এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনে গবেষণা ও প্রকাশনা কখনো কখনো বিছিন্নভাবে হাতে নেয়া হয়েছে। সেটা কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে হয়নি। ফলে গবেষণার কার্যক্রম বিছিন্ন প্রয়াসসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু ফাউন্ডেশন এখন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে গবেষণা ও প্রকাশনার এক বিরাট ক্ষেত্র তৈয়ার করতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন "গবেষণা ও প্রকাশনা নীতিমালা" তৈয়ার করে নিয়েছে।

গবেষণার নব ধারায় এই সব পদ্ধতিতে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিতে বিরাট এক প্রেক্ষিত নির্মাণ করা হবে এবং প্রকাশনায় সৃষ্টি করা হবে Systematic Network। ফলে আগামীতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতি গবেষণার কেন্দ্র বিন্দু হতে চলেছে, দেশের এবং বিদেশের প্রেক্ষিতে। এখানে নির্মাণ করা হবে বিশাল লাইব্রেরী, যাতে ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতির উপর দেশীয় বইতো থাকবেই, পৃথিবীর সব দেশেরও বই থাকবে। আর থাকবে গবেষণা বিভাগ, সেমিনার বিভাগ, বির্তক বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ, অডিও, ভিডিও, সেমিনার, প্রজেকশন সেন্টার এবং গবেষকদের আবাসস্থল। এ ছাড়াও গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য ফাউন্ডেশন মৌলিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবে। আর এই বৃত্তি হবে পোষ্ট গ্রাজুয়েশন, পি, এইচ ডি এবং ফেলোশিপ পর্যায়ে। প্রকৃত পক্ষে এই গবেষণা কেন্দ্র হয়ে উঠবে দেশী ও বিশ্বের লোক বিজ্ঞানী গবেষকদের জন্য লোক ঐতিহ্য জানার এক তীর্থ কেন্দ্র এবং সাধারণের জন্য লোক ঐতিহ্য জানার এক জ্ঞান ভান্ডার।এক একর সবুজাভ উদ্যানের মধ্যে এটি গড়ে উঠবে। এর স্থান নির্ধারিত।

এখানে গড়ে উঠবে কারু টাওয়ার ঃ

এই টাওয়ার সুউচ্চ হবে দেড়শো ফুট বিরাট এক প্লাটফর্ম নিয়ে এবং সবুজাভ চত্বর সীমারেখায়। এই টাওয়ারে থাকবে বাংলার সব শ্রেণীর একটি করে ঐতিহ্যময় লোকও কারুশিল্পের শিল্প প্রতীক। দেশী -বিদেশী সব দর্শক ও পর্যটক এক মুগ্ধকর উচ্ছ্বাস নিয়ে সেটা পর্যবেক্ষণ করবে। বস্তুতঃ এটাই হবে বিশ্বের প্রথম কারু টাওয়ার।

এখানে গড়ে উঠবে কারুম্যাপ ঃ

কারুম্যাপ হবে প্রায় এক বিঘা জমির পরিমাণ নিয়ে, ম্যাপটি হবে এক কাঠার। বাংলাদেশ ম্যাপের ভার্স্কয করা হবে, তারপর চিহ্নিত করা হবে জেলাওয়ারি লোকও শিল্পের বিকাশ। অপরূপ সুন্দর কারু ম্যাপ শুধু দর্শক আর পর্যটকদের লোক ও কারুশিল্প সমৃদ্ধির বাস্তব জ্ঞানই দেবেনা, এটিও হবে বিশ্বের প্রথম এক পদক্ষেপ।

এখানে গড়ে উঠবে কারু মঞ্চ ঃ

কারুময় এই মুক্ত মঞ্চ লোকজ উপকরণে গড়ে উঠবে। প্রায় দশহাজার দর্শক সম্মোহিত হয়ে লোকজ উৎসব উপভোগ করবে। বারো মাসে তেরো পার্বণ এখানে পরিবেশিত হবে প্রতি মাসে হারিয়ে যাওয়া লৌকিক আচার নিয়ে।

এখানে গড়ে উঠবে কারু নৌকা ঃ

বাংলাদেশ পানির দেশ। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের দেড়শ বিঘার ভূমিতে আছে ৬৫ বিঘা আকাবাঁকা জলাভূমি। এখানেই ধরে রাখা হবে বেশ কিছু ঐতিহ্যময় নৌকা। থাকবে ময়ূর পংখীও। নব অবকাঠামোয় আসবে বাংলাদেশের জাতীয় পাখীর চিত্রিতে দোয়েল পংখী। আরো আসবে টিয়া পংখী ইত্যাদি। এটাও আকর্ষণীয় করে তুলবে সব দর্শককে, সব পর্যটককেও। কারণ নৌকা হলো বাংলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যময় কারুশিল্প।

এখানে গড়ে উঠবে কারু জলকুটির ঃ

৬৫ বিঘার আঁকাবাকা জলাভূমিতে আছে দীর্ঘ পাড়। এপাড়েই নির্মাণ করা হবে দেশের ঐতিহ্যময় ঘরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছোট কুটির, জলের পাড়ে হবে বলে নাম জলকুটির। পর্যটকরা এখানে নিতে পারবে বিশ্রাম আর উপভোগ করবে বাংলার রূপ।

এখানে গড়ে উঠবে কারু ঘাট ঃ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় বহু কারুঘাট পুকুর পাড়ে, দীঘির পাড়ে এখনো দাড়িয়ে আছে সমৃদ্ধ এক কারুশিল্পের চিত্র নিয়ে। এ সমস্ত ঘাটের মোটিফ নিয়ে নির্মাণ করা হবে অনেক ঘাট ফাউণ্ডেশনের ৬৫ বিঘার জলরাশিতে। এ সমস্ত ঘাটের শৈল্পিক নাম হবে কারু ঘাঠ যা বাংলার পুকুর ঘাটের ঐতিহ্যময় নান্দনিক শিল্প সুষমা পর্যটক আর দর্শকদের বিমোহিত করবে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিয়ে যাবে হাজার বছরের ঐতিহ্যের কাছে।

এখানে গড়ে উঠবে বাংলার খাবার কুটির ঃ

বাংলার মানুষ খাদ্য রসিক। এক সময় সোনার বাংলায় ছিল গোলাভরা ধান। খাদ্যের অভাব ছিল না। খাদ্যের অভাব ছিলনা বলেই হয়তো বিচিত্র, বিভিন্ন প্রকারের এতো খাদ্য প্রস্তুত হয়েছে বাংলাদেশের এ মাটিতে। প্রায় হাজার রকমের খাদ্য তালিকা পাওয়া যাবে বাংলার আনাচে কানাচে বাংলার কুটির থেকে আরম্ভ করে নাগরিক ঘর পর্যন্ত—যার মধ্যে পিঠাই আছে দুশোরও অধিক আর ভর্ত্তা আছে ৮০ প্রকারের ইত্যাদি। এসব ঐতিহ্যময় বাংলাদেশের খাবারও এখানে প্রস্তুত করে বিশ্বের নাগরিকের কাছে তুলে ধরা হবে, আর দেশের মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে ভুলে যাওয়া বাংলার ঐতিহ্য খাবার ফাউণ্ডেশনের এই খাবার কুটিরে পাওয়া যাবে।

এখানে গড়ে উঠবে কারু বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

এক হাজার বর্গ ফুট দীর্ঘ এবং দুইশত ফুট প্রশস্ত এই কারু বিক্রয় কেন্দ্র হবে কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যে নির্মিত একটা বড় অবকাঠামো। বাংলাদেশের কারুশিল্পের সব দ্রব্য সম্ভার এখানে পাওয়া যাবে আকর্ষণীয়ভাবে। কারুশিল্প যে প্রয়োজন আর নান্দনিক শিল্প সুষমার ব্যাকরণে সৃষ্টি, এখানে সেটা প্রমাণ হবে প্রতিনিয়ত।

এখানে গড়ে উঠবে কারু বিশ্রামাগার ঃ

যখন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তার পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন অনুযায়ী ষোলকলায় ভরে উঠবে, তখন লক্ষ লক্ষ লোক এখানে আসবে যাবে। আসবে দেশী বিদেশী পর্যটক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং আরো অনেকে। যারা আসবেন তারা যেন একদিনে সব শেষ করতে পারবেন না সব দেখা। প্রাণভরে দেখার জন্য, জানার জন্য, বুঝার জন্য আরো সময় থাকতে চাইবেন। তাই এই কারু বিশ্রামাগার।

ঐতিহ্যময় লোক ও কারুশিল্পের উপকরণে এটি নির্মাণ করা হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে। একশতের অধিক লোক এখানে থাকতে পারবে। ঘুরে ঘুরে তারা দেখবেন বাংলাদেশের লোকজ পরিবেশ, বাংলার শিল্পগ্রাম, ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ, কারুময় বাংলাদেশ, গবেষণা কেন্দ্র এবং লৌকিক আচারে আনন্দঘন পরিবেশ। তারপর হৃদয়ের গভীরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় লোক ও কারুশিল্পকে গেঁথে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাবে একটি দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যের সুষ্ঠু ধারণা নিয়ে। আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতির সাথে পরিচয় হবে তাঁদের, বিশ্বের সংস্কৃতির জগতেও আমরা দাঁড়াব সমুজ্জ্বল সমৃদ্ধি নিয়ে।

এখানে কারুশিল্পের শুধু বিকাশ হবে না, কারু শিল্পীরও শ্রীবৃদ্ধি হবে। স্বপ্নদ্রষ্টা জয়নুল আবেদিনের স্বপ্ন থেকে আজ আরো সৃষ্টি হয়েছে অনেক স্বপ্ন। এমনি করে স্বপ্নের আরো বিস্তৃতি ঘটবে। বিস্তৃতি ঘটবে সেই সাথে পরিকল্পনা এবং কর্মের। সময়তো লাগবেই। জাপানের লেগেছিল, আমেরিকার লেগেছিল, লেগেছিল আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে আর ফ্রান্সেরও। আমাদেরও লাগবে। কিন্তু স্বপ্ন সফল হবেই।

কাঠের কারুশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাঠ থেকে কারুপণ্য তৈরী পর্যন্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের স্থির ডিওরোমা

কাঠের কারুশিল্পের গ্যালারীতে প্রদর্শিত গ্রামের কারুশিল্পীর তৈরী কাঠের ভাস্কর্য, অলংকৃত কাঠ খোদাই প্যানেল এবং নকশী কাঠের বাক্স।

উপরে কারুকার্যময় কাঠের দরজার খিলানাকৃতির উপরের অংশ, নীচে জোড়া মকর (কাঠখোদাই)

ফ্লোর শোকেসে প্রদর্শিত সাম্প্রতিক ধারার কাঠের কারুশিল্প

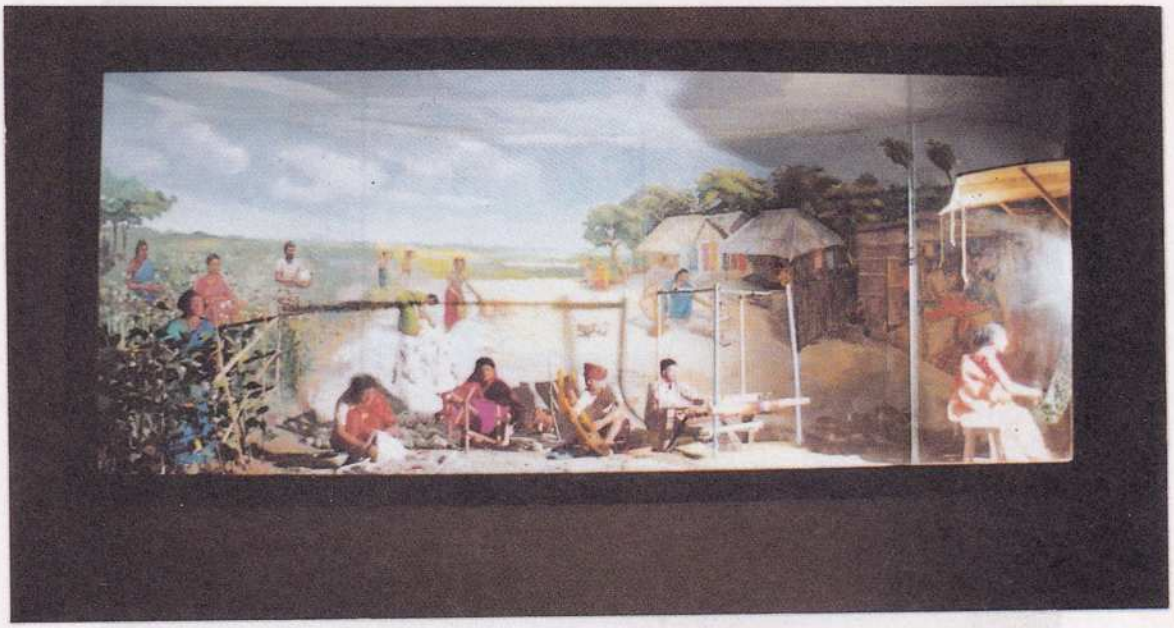

বস্ত্রের (জামদানী ও নক্‌শী কাঁথা) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তুলা থেকে বস্ত্র তৈরী পর্যন্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের স্থির ডিওরোমা

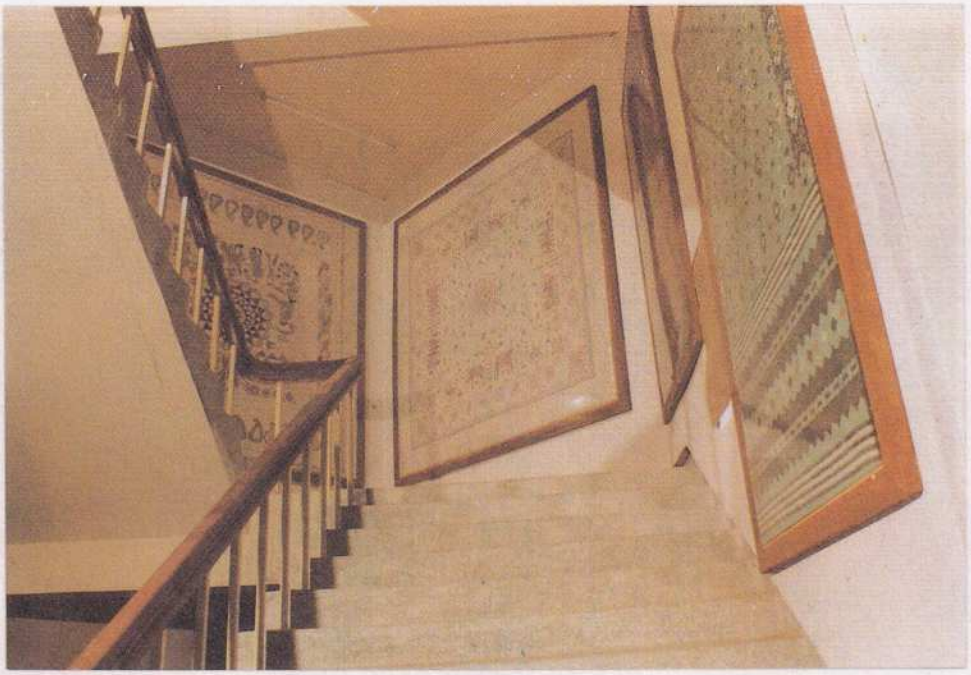

গ্যালারীর সিড়ি পথে প্রদর্শিত জামদানী শাড়ী ও নকশী কাঁথা

ফ্লোরশোকেসে প্রদর্শিত বিভিন্ন নকশার জামদানী শাড়ী

বিভিন্ন রঙের নকশার কয়েকটি জামদানী শাড়ী

নকশী কাঁথায় বাংলাদেশের মানচিত্র।

নকশী কাঁথা (বোচকা)